রাঁচি, সোমবার
24:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>280 >>07 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৮০ >> << ০৭ই, শ্রাবণ ১৪৩০>>

ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে উত্তর কোরিয়া, বলছে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী

সিউলঃ কোরীয় উপদ্বীপের পশ্চিমে সমুদ্রের দিকে বেশ কয়েকটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে উত্তর কোরিয়া। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী শনিবার একথা জানিয়েছে। পিয়ংইয়ং এবং ওয়াশিংটন ঐ বিচ্ছিন্ন দেশটির পারমাণবিক অস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির বিষয়ে বিদ্যমান অচলাবস্থায় সামরিক শক্তি প্রদর্শনের পদক্ষেপ নেওয়ায়, বুধবার দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার পর, এটিই উত্তর কোরিয়ার সর্বসাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ। দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ জানিয়েছেন, শনিবার স্থানীয় সময় (গ্রীনিচ মান সময় শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা) ভোর ৪টার দিকে থেকে উৎক্ষেপণ করা কয়েকটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র সনাক্ত করা হয়েছে। বুধবার, আমেরিকান পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সাবমেরিন (এসএসবিএন) দক্ষিণ কোরিয়ায় আসার কয়েক ঘন্টা পরই উত্তর কোরিয়া এই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করলো। উত্তর কোরিয়া বৃহস্পতিবারও সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, দক্ষিণ কোরিয়ায় কোনো আমেরিকান বিমানবাহী রণতরী, বোমারু বিমান কিংবা ক্ষেপণাস্ত্র সমৃদ্ধ সাবমেরিন মোতায়েন করলে, তাদেরও পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে আর কোন বাধা থাকবে না।

বাজার দর

SENSEX : 66684.26 -887.64
NIFTY : 19745.00 -234.15

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.35 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.15 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

নিরাপত্তা নির্দেশিকা নিয়ে হোয়াইট হাউজের সঙ্গে চুক্তি করলো এআই প্রতিষ্ঠানগুলো

ওয়াশিংটন ঃ হোয়াইট হাউজ শুক্রবার ঘোষণা করেছে, বাইডেন প্রশাসন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পণ্য তৈরি করে এমন সাতটি সংস্থার সাথে একটি স্বতপ্রণোদিত ভিত্তিক চুক্তিতে পৌঁছেছে। এই চুক্তির লক্ষ্য হলো প্রযুক্তিটির নিরাপদে বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সংবাদদাতাদের বলেন, এই অঙ্গীকারগুলো বাস্তব এগুলো সুসংহত। আমেরিকার নাগরিকদের কাছে এই শিল্পের কিছু মৌলিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রযুক্তি বিকাশ করা যার মাধ্যমে সমাজ উপকৃত হবে এবং আমাদের মূল্যবোধ ও অভিন্ন মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখবে। অঙ্গীকারগুলো সে প্রচেষ্টাকে সাহায্য করবে। হোয়াইট হাউজে যেসব প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি পাঠিয়েছে, সেগুলো হলো অ্যামাজন, অ্যানথ্রোপিক, গুগল, ইনফ্লেকশন, মেটা, মাইক্রোসফট ও ওপেনএআই। সংস্থাগুলো যে পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটাচ্ছে, তা লার্জার ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (এলএলএম) নামে পরিচিত। এটা ইন্টারনেট থেকে নেয়া প্রচুর পরিমাণের তথ্য ব্যবহার করতে সক্ষম ভবিষ্যত নির্দেশক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম এবং কথোপকথনের মাধ্যমে প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। জনপ্রিয় চ্যাটজিপিটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই এক বিবৃতিতে বলেছে, হোয়াইট হাউজের সমন্বয়ে নেয়া এই প্রক্রিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বজুড়ে অর্থবহ ও কার্যকর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পরিচালনার অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শুক্রবার সকালে হোয়াইট হাউজ প্রকাশিত এই চুক্তিতে তিনটি মূল বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হলো এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স পণ্য ব্যাপকভাবে সহজলভ্য হওয়ার আগে জনগণের ব্যবহারের জন্য তা নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করা এমন পণ্য তৈরি করা, যা নিরাপদ এবং যার পরিকল্পনাহীন অপব্যবহার যাতে করা না যায়, তা নিশ্চিত করা এবং প্রযুক্তিবিকাশকারী সংস্থাগুলো কীভাবে কাজ করে এবং তারা কী তথ্য সংগ্রহ করে সে সম্পর্কে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, যাতে জনমনে আস্থা সৃষ্টি হয়। ভয়েস অফ আমেরিকারর পক্ষ থেকে যেসব বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে, তারা সকলেই বলেছেন, এই চুক্তি উদীয়মান এআই প্রযুক্তির কার্যকর নিয়ন্ত্রণের পথে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে তারা সতর্ক করেছেন, এই শক্তিশালী মডেলগুলোর সম্ভাব্য ক্ষতি অনুধাবন করতে এবং এই ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় খুঁজে বের করতে আরো অনেক কাজ করতে হবে।

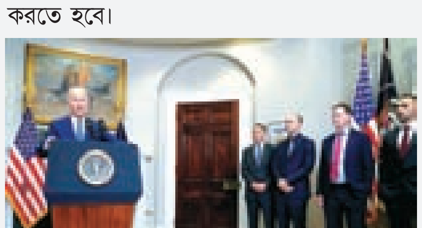

এমএলএসএ মেসির অভিষেক দেখতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছেন ভক্ত ও তারকারা

ফ্লোরিডা ঃ কিংস্টন পিল (১১) এবং তার ৯ বছর বয়সী ভাই উইন বাহামা দ্বীপপুঞ্জে তাদের বাড়িতে শুক্রবার ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। আর, তখন তাদের মায়ের কাছে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো একটি কল্পনাতীত উপহার।
তা ছিলো, মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তারা ফ্লোরিডায় উড়ে যাবে ইন্টার মিয়ামির হয়ে মেজর লীগ ফুটবলে সুপারস্টার লিওনেল মেসির অভিষেক দেখার জন্য।
কিংস্টন ও উইন সমস্বরে বলেন, আমরা এখানে মেসিকে দেখতে এসেছি। লীগ কাপে, মেক্সিকোর ক্লাব ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে ইন্টার মিয়ামির ম্যাচের কয়েক ঘণ্টা আগে তারা ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে পৌঁছায়।
শুক্রবার রাতে মেসি তার প্রথম খেলা প্রত্যক্ষকারী তরুণ ও বৃদ্ধ সমর্থকদের অবিস্মরণীয় রোমাঞ্চ উপহার দেন। তিনি খেলার ৯৪তম মিনিটে, প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে ফ্রি কিক করে, তার নতুন দলকে ২-১ ব্যবধানে জয় এনে দেন।
মেসির অভিষেকের আগে, বহু দূরের ইকুয়েডর এবং মেসির জন্মভূমি আর্জেন্টিনা থেকে আসা ভক্তরা স্টেডিয়াম পরিক্রমা করে। কিংস্টন এবং উইনের মতো কেউ কেউ কালো গোলাপী ইন্টার মিয়ামি জার্সি পরেছিলেন, যার পেছনে মেসির ১০ নম্বর লেখা ছিলো। অন্য অনেকে ৩৬ বছর পুরনো আর্জেন্টিনার জার্সি পরেন। অনেকে টিমের খেলার সরঞ্জাম পাওয়ার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। অনেকে ফটো বুথ থেকে মেসির জার্সি ও পতাকা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।
ম্যাচ শুরু হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা আগে, মেসির ইন্টার মিয়ামির জার্সি পরা এক সন্তানকে নিয়ে স্টেডিয়ামে আসেন কিম কার্দাশিয়ান। সেরেনা উইলিয়ামস এবং লেব্রন জেমসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাচ শুরুর আগে জেমস মেসিকে শুভেচ্ছা জানান।
মেসি এবং নবাগত সহকর্মী সেরজিও বাস্কুয়েটস ৫৪ মিনিটে নৈপূণ্য দেখান।এই মূহুর্তকে স্মরনীয় করে রাখার জন্য তখন স্টেডিয়াম জুড়ে দর্শকরা ছবি তোলা শুরু করে। এ সময় ইন্টার মিয়ামি ১-০ গোলে এগিয়ে যায়।
কয়েক মাস ধরে জল্পনা কল্পনার পর, গত সপ্তাহান্তে দলটির সঙ্গে আড়াই বছরের চুক্তি সই করেন মেসি। ইউরোপে দীর্ঘ ক্যারিয়ারের পর ২০০৭ সালে এমএলএসে আসা ইংলিশ কিংবদন্তি বেকহ্যাম বলেন, মেসির এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবলে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় মানের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে।

তাইওয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্টের যাত্রা বিরতি চীন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে টানাপোড়েন বাড়াতে পারে

তাইপেই ঃ তাইওয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই চলতি সপ্তাহে ঘোষণা দিয়েছেন, আগামী মাসে প্যারাগুয়ে যাওয়ার পথে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা বিরতির পরিকল্পনা করছেন। উইলিয়াম লাই, আগামী জানুয়ারিতে তাইওয়ানে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একজন প্রথম সারির প্রার্থী। চীন তার এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দ্রুত প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাইওয়ানের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পারে এমন যে কোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বেইজিং আপত্তি জানায় এবং এই যাত্রা বিরতি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন রোধ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, চীনের সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম হলেও, যাত্রাবিরতি বেইজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে ইতোমধ্যেই টান টান সম্পর্কের আরও অবনতি হতে পারে।
সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ এর চায়না পাওয়ার প্রজেক্টের ফেলো ব্রায়ান হার্ট ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, গত বছর থেকে তাইওয়ান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে উচ্চ পর্যায়ের সম্পর্ক বিরাজ করছে,এর সাথে এই যাত্রা বিরতিকে যুক্ত করার চেষ্টা করবে বেইজিং। এছাড়া, এটাকে যুক্তরাষ্ট্রের উস্কানি হিসাবে চিত্রিত করার সুযোগ খুঁজবে। আগস্টে তিনি কোথায় যাত্রা বিরতি করবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে তিনি কী করতে পারেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত এখনো প্রকাশ করা হয়নি। তাইওয়ানের প্রেসিডেন্টের কার্যালয় জানিয়েছে,আগামী ১৪ আগস্ট প্যারাগুয়ের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সান্তিয়াগো পেনা এর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন লাই।

আরেকটি মারাত্মক ঝড়ের কবলে বলকান অঞ্চল, সার্বিয়ায় ৩ জনের মৃত্যু

জাগ্রেব ঃ এই সপ্তাহে বলকান অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া আরেকটি মারাত্মক ঝড়ে সার্বিয়ায় তিনজন মারা গেছে। শনিবার দেশটির স্থানীয় গণমাধ্যম একথা জানিয়েছে। শুক্রবারের প্রলয়ঙ্করী ঝড়টি প্রথমে স্লোভেনিয়ার উপর দিয়ে বয়ে যায়। সেখান থেকে ঝড়টি ভারী বৃষ্টিপাত এবং প্রচণ্ড দমকা হাওয়া আকারে ক্রোয়েশিয়া হয়ে, সার্বিয়া এবং বসনিয়ায় দিকে চলে যায়। কর্তৃপক্ষ ঝড়ে বিদ্যুত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির কথা জানিয়েছে। এছাড়া অনেক গাছ পালা উপড়ে পড়ে গাড়ি এবং বাসার ছাদ ধ্বংস করেছে।
এর আগে, গত বুধবার বয়ে যাওয়া আরেকটি ঝড়ে ওই অঞ্চলে ছয়জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ক্রোয়েশিয়ায় চারজন, স্লোভেনিয়ায় একজন এবং আরেকজন বসনিয়ায়। বিশেষজ্ঞদের ধারনা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়া এমন চরম আকার ধারণ করেছে। সরকারি আরটিএস টেলিভিশন জানিয়েছে, সার্বিয়ার উত্তরাঞ্চলের শহর নোভি সাদে, ১২ বছর বয়সী একটি ছেলেকে ঝড়ের সময় রাস্তায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তবে সে বজ্রপাতে মারা গেছে নাকি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
স্থানীয় মিডিয়া বলছে, সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে নোভি সাদ শহরে। ঝড়ের কারণে শহরটির সিনেমা হলের ছাদ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় ৩০ জন লোক চিকিৎসা সহায়তা চেয়েছে এবং শনিবার সকাল পর্যন্ত শহরের অনেক রাস্তাঘাট অবরুদ্ধ ছিল। আরটিএস জানিয়েছে, উত্তরপূর্ব সার্বিয়ার কোভাসিকা গ্রামে, এক নারী তার বাড়ির পাশে একটি গাছে বজ্রপাতের পর আগুন লেগে প্রচণ্ড ধোঁয়ার কুণ্ডুলীতে পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান। সার্বিয়ান পুলিশ শনিবার জানিয়েছে, দেশটির উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় শহর বাকা পালঙ্কায় এক ব্যক্তি তার বাড়ির গেটে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারগুলি সরানোর চেষ্টা করলে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান।
ক্রোয়েশিয়ায় বয়ে যাওয়া ঝড়টি দেশটির বিভিন্ন অংশে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। বুধবারের ঝড়ের ফলে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে ইতোমধ্যেই তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। রাজধানী জাগরেবে নারমিন ব্রেজভকানিন নামে একজন নির্মাণ কর্মী অফিসিয়াল এইচআরটি টিভিকে বলেছেন, আমরা রাত দিন বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছি। স্লোভেনিয়া জানিয়েছে, আল্পাইন অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড় বনাঞ্চলকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং সম্ভাব্য আকস্মিক বন্যার বিষয়ে সতর্ক করেছে। অন্যদিকে, তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকায় ইউরোপের কোথাও কোথাও দাবানলের সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

হামলা বেলারুশের বিরুদ্ধে পোল্যান্ডের যে কোনো আগ্রাসন রাশিয়ার ওপর হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে ঃপুতিন

জেলেন্সকি বলেন ক্রাইমিয়া সেতু বৈধ লক্ষ্য

ইউক্রেনঃ ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক শনিবার ইউক্রেন সম্পর্কিত তাদের দৈনিক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলেছে, শীর্ষস্থানীয় জাতীয়তাবাদী সামরিক ব্লগার ইগর গিরকিনকে শুক্রবার চরমপন্থার জন্য প্রায় নিশ্চিতভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এই যুদ্ধ পরিচালনার সমালোচক গিরকিন সম্প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং তার ক্ষমতায় থাকার সময় নিয়ে সরাসরি সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছেন। ব্রিটিশ মন্ত্রক বলছে, এই গ্রেপ্তার সামরিক ব্লগারদের ক্ষুব্ধ করবে, বিশেষ করে যারা গিরকিনকে বিচক্ষণ সামরিক বিশ্লেষক ও দেশপ্রেমিক হিসেবে দেখেন।
ইউক্রেনের পাল্টা হামলা চালানোর সময় যুক্তরাষ্ট্র মঙ্গলবার ইউক্রেনের জন্য আর্টিলারি, বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র এবং স্থল যানসহ ৪০ কোটি ডলারের একটি নতুন সামরিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করার পরিকল্পনা করছে। এই থোক সাহায্যে ক্লাস্টার গোলাবারুদ অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।
রাশিয়ার ওয়াগনার ভাড়াটে বাহিনীর সদস্যরা বেলারুশে পৌঁছানোর পর ওয়ারশ'র নিরাপত্তা কমিটি বুধবার পোল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলে সামরিক ইউনিট সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা পিএপি শুক্রবার জানিয়েছে।
ইউক্রেনের ব্যাংকিং, কৃষিব্যবসা ও অবকাঠামো খাতে বিশ্বব্যাংকের বেসরকারি বিনিযোগে শাখা ১৫ কোটি ডলার বিনিযোগের কথা বিবেচনা করছে বলে শুক্রবার জানিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশনের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তার নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে বলেছেন, রাশিয়ার প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠ মিত্র বেলারুশের বিরুদ্ধে পোল্যান্ডের যে কোনো আগ্রাসন রাশিয়ার ওপর হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে। টেলিভিশনে তার এই মন্তব্য প্রচার করা হয়। তবে বেলারুশের উপর কোন আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্খার কথা পোল্যান্ড অস্বীকার করেছে।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি শুক্রবার বলেন, ক্রাইমিয়া সেতু একটি বৈধ লক্ষ্য।
ক্রাইমিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সংযোগকারী সেতুটিতে সোমবার বিস্ফোরণ হলে দুই জন নিহত হয়। হামলার পর সেতুর একটি অংশ বন্ধ করে দেওয়া হয়।
মস্কো ইউক্রেনকে দোষারোপ করলেও, ইউক্রেন এই হামলার দায় স্বীকার করেনি।

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত তিন, হজরতপুরে তৃণমূল বিধায়ক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ শনিবার বিকাল পাঁচটা কুড়ি মিনিট নাগাদ দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের খয়রাশোল ব্লকের হজরতপুর গ্রামপঞ্চায়েতের দশনং সংসদ হজরতপুর গ্রামে সনাতন ধীবরের বাড়ীর সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত তিন । সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমে তলিয়ে যায় নির্মান শ্রমিক স্বপন বাদ্যকর (৪৫) । তাকে বাঁচাতে গিয়ে তলিয়ে যায় বাড়ীর মালিক সনাতন ধীবর (৪৮) । তাদের দুইজনকে তলিয়ে যেতে দেখে স্থানীয় যুবক অমৃত বাদ্যকর (৩২) বাঁচাতে গিয়ে সেও তলিয়ে যায় । ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকরতলা থানার পুলিশ । সেপটিক ট্যাংকে বিষক্রিয়ার জন্য এইরকম হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান । সিউড়ি থেকে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে যায় । তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে । মৃত তিনজনের বাড়ী হজরতপুর গ্রামেই । এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া । ঘটনাস্থলে যান ডিএসপি হেড কোয়ার্টাস মোহতাসিম আক্তার,দুবরাজপুর সিআই মাধবচন্দ্র মন্ডল । মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় । রবিবার সিউড়ি সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয় । সিউড়ি হাসপাতালের মর্গের বাইরে স্থানীয় বাসিন্দা সুনীল ঘোষ,সাধন ঘোষ বলেন, বিষাক্ত গ্যাসের জন্য এইরকম হয়েছে । মৃত সনাতন ধীবরের ছেলে রাহুল ধীবর বলেন, বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করতো । বাড়িতে মা,বৌ আছে । এখন কি করে সংসার চলবে কে জানে ? দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বর্তমানে কলকাতায় । তেইশে জুলাই রবিবার সকালে মৃত পরিবারগুলোর সঙ্গে দেখা করেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটি আহ্বায়ক বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী ।

বীরভূমে ধর্ষন করে খুন উত্তপ্ত

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) রবিবার সকালে বনগ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাপুর গ্রামে বাষট্টি বছরের এক বৃদ্ধাকে ধর্ষন করে খুন করার অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। সকালে গামছা দিয়ে মুখ বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার করে সাইথিয়া থানার পুলিশ । বাড়িতে একাই থাকতো ওই বৃদ্ধা মহিলা । এলাকা ঘিরে রেখেছে সাইথিয়া থানার পুলিস এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী । মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । সিউড়ি সদর হাসপাতালের মর্গের বাইরে পবন দাস বলেন, তিনবছর আগে কাকা মারা যাওয়ার পর কাকিমা একাই থাকতো । দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে । আমাদের সন্দেহ পাড়ার ৩৬ ৩৭ বছরের একটা ছেলে এইরকম করেছে সেইকথা পুলিশকে জানিয়েছি । ওই ছেলেটা কাকিমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে চাইতো । কাকিমাকে হুমকি দিতো । দিনে আসতো না কিন্তু রাতের বেলায় কাকিমার ঘরে আসতো । কাকিমা মেয়ের ঘর গেলে চাল,ডাল চুরি করে নিতো । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাইথিয়া থানার পুলিশ।

মহরম নিয়ে প্রশাসনিক সভা লোকপুর থানার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) হিজরী সাল অনুযায়ী মহররম মাস হচ্ছে বছরের প্রথম মাস । অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইরাকের কারবালা প্রান্তরে হযরত মুহাম্মদ দৌহিত্র সৈয়দ ইমাম হোসেনের এবং এজিদের সৈন্যদের সাথে বাধে যুদ্ধ। অন্যায়ের সাথে আপোষ না করে যুদ্ধে শহীদবরন করেন ইমাম হোসেন সহ তাঁর বংশধরেরা। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে তথা ইমাম হাসান হোসেনের স্মরণে প্রতিবছর দশই মহররম নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়ে থাকে।সেদিন তাজিয়া নিশান সহ এলাকায় এলাকায় শোভাযাত্রাও বের করা হয়। সেই শোভাযাত্রা তথা মহররম পর্ব ঘিরে কোথাও যেন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এজন্য জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং লোকপুর থানার ব্যবস্থাপনায় রবিবার স্থানীয় থানার সভাকক্ষে এলাকার আস্তানা তথা মহররম কমিটির সদস্যদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সরকারি নির্দেশিকা তথা আইন অনুযায়ী যেন মহরম পর্ব পালিত হয় সেবিষয়ে সকলকে দায়িত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয় । এছাড়াও বলা হয় কোনো রকম মদ খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে এবং ডিজে বক্স ব্যবহার করা চলবে না, যাহা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ রয়েছে। একের আনন্দ অন্যের কাছে যেন নিরানন্দের কারণ না হয়ে ওঠে সেদিকেও সতর্ক থাকতে হবে।কোথাও কোনো গন্ডগোল বা অশান্তি দেখা দিলে সাথে সাথে থানা বা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন লোকপুর থানার ওসি অশোক সিংহ মহাপাত্র,এসআই রঞ্জিৎ কুমার মন্ডল,এসআই প্রশান্ত ঘোষ,এএসআই জীবন সরেন । এছাড়াও ছিলেন হাফিজ সামিউল খান সহ লোকপুর থানা এলাকার বিভিন্ন আস্তানা বা মহররম কমিটির সদস্যগণ ।

আগুন মিষ্টি কারখানা সরানোর দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) সিউড়ি পৌরসভার আঠারো নং ওয়ার্ডের রবীন্দ্রপল্লী পীরতলার সামনে সিউড়ি দুবরাজপুর রাজ্য সড়কের পাশে তেইশে জুলাই রবিবার দুপুরে আস্তিক সুইটস নামে একটি মিষ্টির দোকানের কারখানায় হঠাৎই গ্যাস লিক করে দোকানের ভিতরে আগুন লেগে ভিতরে যে সমস্ত জিনিসপত্র ছিল সব পুড়ে যায় । স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেয় এবং খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কারখানার মধ্যে কোন মানুষ না থাকায় কারো কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় নি । এলাকাবাসীর দাবি শহরের ভিতরে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পৌরসভাতে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল কিন্তু দোকান মালিক তা উপেক্ষা করে কারখানাটি বন্ধ করে নি বা সরিয়ে নেয় নি । উল্টে দোকান মালিক কাউন্সিলরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের । স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামাপদ সিংহ বলেন, ঘর থেকে বিকট শব্দ শুনে দৌড়ে এলাম । দুইমাস ধরে পৌরসভায় দরখাস্ত করা হয়েছে কারখানা সরানোর জন্য কিন্তু মালিক সরায় নি । কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ মন্ডল বলেন, পৌরসভা ব্যবস্থা নেবে বারবার চিঠি দিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা । আমি যতদিন কাউন্সিলর থাকবো এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবো । 'আস্তিক সুইটস' দোকানের মালিক আস্তিক দাস বলেন, কাউন্সিলর আমার পিছনেই পড়ে আছে । কাউকে টাকা দেই নি । কারখানা সরিয়ে নেবো কিছুদিন সময় লাগবে ।

মথুরাপুরে বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) রবিবার সকাল আটটা নাগাদ বনগ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাপুর গ্রামে মুখে গামছা বাঁধা অবস্থায় বাষট্টি বছরের এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করে সাইথিয়া থানার পুলিশ । মৃতের নাম ভাগ্যবতী বায়েন । বৃদ্ধাকে ধর্ষন করে খুন করা হয়েছে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের । বাড়িতে একাই থাকতো ওই বৃদ্ধা মহিলা । মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় । সিউড়ি সদর হাসপাতালের মর্গের বাইরে পবন দাস বলেন, তিনবছর আগে কাকা মারা যাওয়ার পর কাকিমা একাই থাকতো । দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে । আমাদের সন্দেহ পাড়ার ৩৬৩৭ বছরের একটা ছেলে এইরকম করেছে সেইকথা পুলিশকে জানিয়েছি । ওই ছেলেটা কাকিমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে চাইতো । কাকিমাকে হুমকি দিতো । দিনে আসতো না কিন্তু রাতের বেলায় কাকিমার ঘরে আসতো । কাকিমা মেয়ের ঘর গেলে চাল,ডাল চুরি করে নিতো । মৃতের মেয়ে পম্পা দাস সাইথিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে । অভিযোগের ভিত্তিতে মথুরাপুর গ্রামের বাসিন্দা বুদ্ধদেব মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে সাইথিয়া থানার পুলিশ । বুদ্ধদেব খুন করার কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে । ভাগ্যবতী বুদ্ধদেবের কাছে পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিল । শনিবার রাত নয়টা নাগাদ বুদ্ধদেব সেই টাকা ফেরত আনতে যায় । তারপর গন্ডগোলের জেরে বুদ্ধদেব ভাগ্যবতীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান । ধৃতকে সোমবার সিউড়ি আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে।

সিউড়ি থানায় অভিষেকের নামে জোড়া অভিযোগ বিজেপির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) কলকাতা ধর্মতলায় একুশে জুলাই শহীদ দিবসের মঞ্চ থেকে আগামী পাঁচই আগস্ট শনিবার বিজেপির ছোটো,বড়ো, মাঝারি নেতার ঘর সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত আট ঘন্টা ঘেরাও করার ডাক দেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি । রাজ্যে অশান্তির আশঙ্কা করছে গেরুয়া শিবির । রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে সিউড়ি থানায় জোড়া অভিযোগ দায়ের করলো ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা সিউড়ি শহর মন্ডল সভানেত্রী সোনালী সরকার ঘোষ এবং বীরভূম জেলা স্পোর্টস এবং ক্লাব রিলেশন সেল কনভেনার সমরেশ দে । বীরভূম সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সহসভাপতি উত্তম ব্যানাজী বলেন, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাংবিধানিক কথার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালাম । অভিযোগপত্র রিসিভ করাতে চাইছিলাম কিন্তু থানার একজন অফিসার বললেন যেহেতু এই বিষয়ে কেস হয়েছে তাই রিসিভ করা যাবে না । তাই কমপ্লেন লঞ্চ করলাম । প্রকাশ্যে জনসভায় এইরকম কথা বলছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । নিজেকে কি মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন ? এর পিছনে মদদদাতা কে ? শাসকদল ভয় পেয়ে এইরকম কথাবার্তা বলছে । পাঁচই আগস্ট যদি কিছু হয় তাহলে সেই ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী । ভারতীয় জনতা পার্টির বীরভূম জেলা স্পোর্টস এবং ক্লাব রিলেশন সেল কনভেনার সমরেশ দে বলেন, প্রকাশ্য জনসভায় বলতে পারছে এরথেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসার মূল নায়ক ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । পিসি ভাইপো আঞ্চলিক দল একটা কোম্পানি ।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রায় ১০ দিন পর গাজোলের একটি স্কুলের ক্লাসরুম থেকে উদ্ধার হল তিনটি প্রশাসনের শীল মারা ব্যালট বাক্স

মালদা ঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রায় ১০ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরে গাজোলের একটি স্কুলের তালাবন্দি ক্লাসরুম থেকে উদ্ধার হল তিনটি প্রশাসনের শীল মারা ব্যালট বাক্স। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনা জানাজানি হতেই তুমুল রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গাজোল ব্লক এলাকায়। পুলিশ ও প্রশাসনের উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তৃণমূল কারচুপি করে গাজোলের ওই ৮৩ নম্বর বুথে জয়ী হয়েছে বলেও অভিযোগ বিজেপির। পাল্টা তৃণমূলের মালদা জেলা পরিষদের গাজোল এলাকার নির্বাচিত প্রার্থী দীনেশ টুডুর অভিযোগ , বিজেপি হতাশায় ভুগছে। ওরাই ব্যালট বাক্স লুঠ করার পর ওই স্কুলের ক্লাসরুমে রেখে দিয়ে গেছে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগকে ঘিরে সরগরম হয়ে উঠেছে গাজোল এলাকা। পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গাজোল ব্লকের হাজীনাকু মহম্মদীয়া হাইস্কুলের একটি ক্লাস রুম থেকেই শীল প্যাক করা ওই তিনটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার হয়েছে। যদিও ওই স্কুলের ৮৩ নম্বর বুথে ব্যালট বাক্স লুঠ হওয়ার অভিযোগে ৯ জুলাই পুনঃনির্বাচন হয়েছিল। আর এই ঘটনার পরের এদিন মঙ্গলবারে তিনটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গাজোল থানার পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। গাজোল হাজিনাকু মহম্মদীয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ননীগোপাল বর্মন জানিয়েছেন, নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর ব্লক প্রশাসনের নির্বাচনী এজেন্সির লোকেরা গত কয়েকদিন ধরে স্কুলের তদারকি চালাচ্ছিল। তাদের কোনো খুঁটিনাটি জিনিস পড়ে আছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছিল। এরপরেই ব্লক প্রশাসনের অফিস থেকে আসা কর্মীরাই দেখতে পান একটি ক্লাস রুমের ঘরে তালা বন্দি রয়েছে। যদিও সেই ঘরের চাবি আমাদের কাছে ছিল না। সেই ব্লক প্রশাসনের কর্তারা ঘরের তালা ভাঙতেই এই তিনটি ব্যালাট বাক্স নজরে আসে। এরকম ঘটনা আগে কোনদিন ঘটে নি। পুরো বিষয়টি প্রশাসন বলতে পারবে। গাজোলের বিজেপি দলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানিয়েছেন, তৃণমূলীরা কিভাবে এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কারচুপি করেছে, সন্ত্রাস চালিয়েছে তা এদিনের ব্যালট বাক্স উদ্ধারের ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এই ৮৩ নম্বর বুথে ভোটের দিন ব্যালট বাক্স পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার পরের দিন ৯ জুলাই আবার পুনর্নির্বাচন হয়। সেখানে বিজেপি পরাজিত হয়েছে। তৃণমূল এইভাবে কারচুপি করেই জয়ী হয়েছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশাসনকে দায়ী করছি। প্রযোজনে বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। গাজোলের সংশ্লিষ্ট এলাকার মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলের নির্বাচিত প্রার্থী দীনেশ টুডু জানিয়েছেন , আসলে বিরোধীদের পায়ের তল থেকে মাটি সরে গিয়েছে। তাই ওরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে এরকম ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। আমাদের অনুমান বিজেপি মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরির ব্যালট বাক্স লুঠ করে ওখানে রেখে দিয়ে গেছে। নইলে এরকম ঘটনা ঘটত না। বিজেপির গড় গাজোলে বিরোধীরা হেরে ভূত। তাই এখন উল্টোপাল্টা অভিযোগ করছে। গাজোল ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, আপাতত ওই তিনটি ব্যালট বাক্স বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে তৎপর আরপিএফ এবং রেল আধিকারিকরা

শিলিগুড়ি ঃ রেলের জমি দখল করে বাড়ি বানানোর অভিযোগ। শিলিগুড়িতে টাউন স্টেশনের কাছে বাড়ি ভেঙে জমি দখলমুক্ত করল আরপিএফ।১৮ নম্বর ওয়ার্ডে টাউন স্টেশনের কাছে রানা বস্তিতে রেলের জমি দখল করে বাড়ি বানানোর অভিযোগ ওঠে। এরপরই আরপিএফের তরফে মঙ্গলবার বাড়িটি ভেঙে দেওয়া হয়। যদিও অভিযানের সময় দখলকারী সেখানে ছিল না।এর আগেও এই জমিটি দখলের অভিযোগ উঠেছিল। এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মাঝেমধ্যেই রেলের জমিতে কিছু জমি মাফিয়া অন্যদের নিয়ে এসে বসিয়ে দিচ্ছে। বিষয়টি আরপিএফকে জানানো হয়েছে।

শহীদ লেফটেন্যান্ট রোশান ছেত্রীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি ঃ শহীদ লেফটেন্যান্ট রোশান ছেত্রীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তার স্মরণে সংগৃহীত রক্ত তুলে দেওয়া হবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর হাতে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সলভের প্রতিষ্ঠাতা লেফটেন্যান্ট রোশন ছেত্রী। তার স্মরণেই ওই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে সলভ নামে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। মঙ্গলবার দাগাপুরের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দলীয় কার্যালয়ে ওই শিবিরের আয়োজন করা হয়। এলাকার প্রচুর মানুষ এই শিবিরে রক্তদান করেন।

নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হল একটি প্রশিক্ষণ শিবির

শিলিগুড়ি ঃ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শিলিগুড়িতে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল রাজ্য সরকারের চিফ ইলেকটোরাল অফিসার। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় এই শিবির। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক এস পন্নমবালম সহ উচ্চপদস্থ কর্তারা। মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি এলাকার একটি হোটেলে এই শিবির শুরু হয়।

মণিপুর সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করে সিপিআই (এমএল)

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। জয়নগর ব্লকের পিপচো বাজার থেকে পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কুশপুত্তলিকা দহনের আযোজন করে সিপিআইএমেলের ব্লক কমিটি। নেতৃত্ব দেন দলের ব্লক সেক্রেটারি অশোক যাদব, সেন্ট্রাল জোন লোকাল কমিটির সেক্রেটারি আসগর আনসারি। এই মিছিলটি বাজার চকে সমাবেশে পরিণত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পার্টির জেলা সম্পাদক রাজেন্দ্র মেহতা ও এসিটিইউ জেলা সম্পাদক বিজয় পাসোয়ান বলেন যে মণিপুর গত দুই মাস ধরে জ্বলছে, সেখানে শত শত খুন হচ্ছে, এবং এই বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার নীরবতা পালন করছে। দুই দিন আগে, একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল যা পুরো জাতিকে বিব্রত করেছে।রাজ্য কমিটির সদস্য মহম্মদ ইব্রাহিম, জেলা কমিটির সদস্য মুন্না যাদব বলেন, বিজেপির শাসনামলে যারা এ ধরনের ধর্ষণ ও বিভেদমূলক ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের মন মানসিকতা বেড়েছে। প্রতিবাদ মিছিলে বক্তব্য রাখেন চাঁদ আখতার, কৌলেশ্বর রানা, হাকিম খান, ইসলাম আনসারি, শাহাদাত আনসারি, দেবানন্দ সিং, শম্ভু নাথ ভার্মা, শ্রীকান্ত ঠাকুর, রামচন্দ্র সাভ। ঘটনাস্থলে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কোডারমায় সমাবেশ ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকারী মোর্চার, ১০ দফা দাবি পত্র জমা দেয় জেলাশাসকের হাতে

কোডারমা (সন্দীপ মুখার্জী)। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের মোর্চার ব্যানারে মোর্চার সাথে যুক্ত লোকেরা শুক্রবার কালেক্টরেটের সামনে বিক্ষোভ করে এবং ১০দফা দাবি নিয়ে ডিসিকে একটি স্মারকলিপি দেয়। স্মারকলিপি দেওয়ার আগে তাঁরা তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে বিপুল সংখ্যক নারীপুরুষ মিছিল আকারে কালেক্টরেটের সামনে পৌঁছায়। নারীরা ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র নিয়ে মিছিলে যোগ দেন। কালেক্টরেটের কাছে পৌঁছে মিছিলের সাথে জড়িত সকলে একসাথে জেলা প্রশাসক কোডারমার সাথে দেখা করার এবং তাদের দাবি পত্র হস্তান্তর করার চেষ্টা করে, কিন্তু কোডারমা পুলিশ কালেক্টরেটের প্রধান ফটকটি বন্ধ করে দেয় এবং ভিড়কে বাইরে আটকে দেয় , ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের মোর্চার ৫ জন প্রতিনিধিকে জেলা প্রশাসকের সাথে দেখা করতে বলা হয়। যাইহোক, এর আগে, জেলা প্রশাসকের সাথে আরও বেশি লোকের সাথে দেখা করার জন্য ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকারী মোর্চার লোকেদের সাথে পুলিশের বচসা চলতে থাকে।পরে, মোর্চার ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসক আদিত্য রঞ্জনের সাথে দেখা করে এবং রাজ্যপালের কাছে ১০দফা দাবিপত্র হস্তান্তর করে। যার মধ্যে ঝাড়খণ্ড সরকারে আন্দোলনকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তাদের এবং তাদের সমস্ত নির্ভরশীলদের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে সরাসরি নিযাগে, আন্দোলনকারীদের সম্মানী হিসাবে মাসিক ২৫,০০০ টাকা পেনশন, আন্দোলনকারী ও তাদের নির্ভরশীলদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ১০ লক্ষ টাকা অনুদান, আন্দোলনকারীরা সমস্ত সুবিধা সহ ২৫০০ বর্গফুট আবাসন পাবে সমন্বিত নির্মাণের দাবি, প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং ঝাড়খণ্ড প্রতিষ্ঠা দিবসে ঝাড়খণ্ডের আন্দোলনকারীদের বিশেষ সম্মান দেওয়া, ঝাড়খণ্ডের আন্দোলনকারীদের এবং তাদের আশ্রিতদের তামার প্লেট সম্বলিত শংসাপত্র দেওয়া, পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করা।ঝুমরিতিলাইয়ার গুমোতে নির্মিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের চারপাশে ৩০ ফুট রিং রোড ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। আন্দোলনকারী মোর্চার অজয় কৃষ্ণ, রবীন্দ্র শান্ডিল্য, গঙ্গা প্রসাদ যাদব, রামচন্দ্র সিং, সত্যদেব রাই, সঞ্জয় সজন, সন্তোষ মেহতা, বিদেশ্বরী বিহারী, মোহাম্মদ রফিক, অনিল বারনওয়াল, নির্মলা তিওয়ারি, মুনিয়া দেবী, বিশ্বনাথ রাই, গণেশ রাই, ইসলাম আনসারি, অনিল কুমার শর্মা, অশ্ব কুমার শর্মা, অশঙ্কর শর্মা, মিরাজ বরন, মুনিয়া দেবী, মিথিলেশ প্রসাদ সিনহা, চাঁদওয়া দেবী, মীনা দেবী ,মুরলি মোদী, চন্দ্রিকা দেবী, মুনিয়া দেবী, উষা দেবী, মীনা দেবী, কিরণ দেবী, বাবলু যাদব, অজয় সিং, দীনেশ রাজক, চন্দ্রাবতী দেবী, বাসন্তী দেবীসহ বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ২ বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুরের নতুন পাড়া এলাকায় তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনায় ২ জনকে গ্রেফতার করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম উত্তম সরকার ও সোহাগ দাস। ধৃত ২ জনেই বিজেপি কর্মী বলে জানা যাচ্ছে । অন্যদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে উঠে আসা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির নেতৃত্বরা। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন তারা বিজেপি কর্মী নয়, বিজেপির সমর্থক বলে দাবি করেন তিনি । এবং পাল্টা তৃণমূলে কথায় বিজেপির কর্মীদের মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করছে পুলিশ। বিজেপির কর্মীদের হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এবং নিয়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ার দিয়েছেন তিনি। এবিষয়ে জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন এই ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করছে। গোটা ঘটনা নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে।

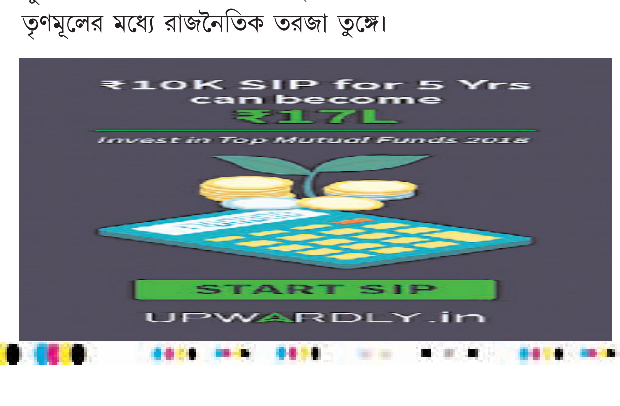

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ইরানি বক্সারের মৃত্যুদণ্ড ঠেকাতে জাতিসংঘকে চিঠি

তেহরান ঃ ইরানের এক বক্সারের মৃত্যুদণ্ড আটকানোর জন্য বেশ কয়েকজন অধিকার কর্মী, বিশিষ্ট আইনজীবী এবং সাবেক প্রসিকিউটররা জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধানের কাছে চিঠি লিখেছেন।

বৃহস্পতিবার পাঠানো এই চিঠিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধানের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তারা। ২০১৯ সালে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে সামিল হওয়ার অভিযোগ ওঠে মোহাম্মদ জাভাদ ওয়াফাই থানির বিরুদ্ধে। তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ১৯ জুলাইয়ের একটি চিঠি অনুসারে থানিকে গত বুধবার জানানো হয়, তার মৃত্যুদণ্ডের রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারক সাংহিউন সংসহ ৮৩ জনের স্বাক্ষরিত নথিতে বলা হয়েছে, ইরানি কর্তৃপক্ষের কাছে ওয়াফাই থানির আসন্ন মৃত্যুদণ্ড রুখতে সবার প্রতি আপনি একটি জরুরি আহ্বান জানান। আমরা আপনার কাছে এই অনুরোধ করছি। বর্তমানে পদে আসীন এমন আধিকারিকদের পাশাপাশি, সাবেক জাতিসংঘের মানবাধিকার আধিকারিক এবং সাবেক প্রসিকিউটররা চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন।

এ নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ইরানের বিচারবিভাগের কোনো মন্তব্য মেলেনি। তবে ওই বক্সারের আইনজীবী বাবাক পাকনিয়া এক টুইটে বলেছেন যে বিচারবিভাগ তাদের রায় সম্পর্কে কিছু জানায়নি।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের মুখপাত্র ভলকার তুর্ক বলেছেন, আমরা এই মামলার তথ্য পেয়েছি। ঘটনার দিকে নজর রাখছি এবং বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছি।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে দেশের নীতিপুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন ২২ বছরের তরুণী মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর প্রতিবাদেসরব হন ইরানের সাধারণ মানুষের একাংশ। বিক্ষোভ চরম আকার নেয়। আন্তর্জাতিক স্তরেও নিন্দার মুখে পড়ে ইরান।

তারপর থেকে, বিক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কমপক্ষে সাতজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ধর্মগুরুদের দাবি, এভাবেই নাকি ইরানের শত্রুদের উসকানি দেয়া হয়েছে।

ইরানে গিয়ে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেইয়ের সঙ্গে বৈঠকের জন্য চাপ দেয়া হয়েছে তুর্ককে, আন্তর্জাতিক স্তরেও চাপ এসেছে। যদিও সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

ইউক্রেনে নিহত রুশ সাংবাদিক

ঝাপোরিজঝিয়া ঃ ইউক্রেনের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলীয় ঝাপোরিজঝিয়া অঞ্চলে এক রাশিয়ান সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, ইউক্রেনের ক্লাস্টার বোমা হামলায় এই সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। রোসতিসলাভ জোরাভলোভ নামের নিহত এই সাংবাদিক রাশিয়ার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম আরআইএ-এর যুদ্ধ সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার আরো তিন সহকর্মীও আহত হয়েছেন। হতাহতের ঘটনার জন্য ইউক্রেন ও পশ্চিমাদেরকে দায়ী করছে রাশিয়া। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, ''পশ্চিমা শক্তি ও কিয়েভ এই ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে।'' এই ঘটনার দায়ীদের জবাব দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে রাশিয়া।

এদিকে দোনবাসে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে রাশিয়ান হামলায় এক ক্যামেরাম্যান আহত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর ওই প্রশিক্ষণকেন্দ্রটিতে সাংবাদিক ইভগেন শিলকোকে প্রতিবেদন তৈরির জন্য পাঠানো হয়েছিল। সাংবাদিক মাঠিয়াস ব্যোলিংগার বলেন, ''আমরা ইউক্রেন সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের ভিডিও করছিলাম। এমন সময় বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাই। তখন আমরা শুয়ে পড়লাম, এরপর আরো কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম। দেখলাম, বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।'' প্রশিক্ষণকেন্দ্রে রাশিয়ার এই হামলায় একজন ইউক্রেনীয়সেনা নিহত হয়েছেন। তাছাড়া আরো কয়েকজন সেনা আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। রাশিয়ায় অধিকৃত ক্রিমিয়ার একটি গোলাবারুদের ভাণ্ডারে শনিবার ব্যাপক বিস্ফোণের শব্দ শোনা গেছে। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলের আশেপাশের বাসিন্দাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।হামলার কথা স্বীকার করে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা সেই অঞ্চলটিতে ড্রোন হামলা চালিয়ে একটি তেলের ভাণ্ডার এবং রাশিয়ার সেনাবাহিনীর একটি গুদাম ধ্বংস করেছে। টেলিগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে ক্রেমলিনের নিযুক্ত ক্রিমিয়ার প্রধান সারজেই আকসাইওনভ বলেন, হামলায় প্রথমিকভাবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তবে হামলাস্থলের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা বাসিন্দাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

মেয়েদের ওয়ানডে ইতিহাসে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান ফারজানা

ঢাকা ঃ মেহরাব হোসেন অপি, আমিনুল ইসলাম বুলবুল, তামিম ইকবাল..এই তালিকায় ঢুকে গেলেন ফারজানা হক পিঙ্কিও। মেহরাব, আমিনুল, তামিম যথাক্রমে ওয়ানডে, টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান।

ফারজানা হক পিঙ্কি শনিবার ভারতের বিপক্ষে ১০৭ রানের ইনিংস খেলে ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে করেছেন শতরান। নিজের ৫৩তম ওয়ানডে ইনিংসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণের দেখা পেলেন ফারজানা।

প্রায় এক দশক আগে, ভারতের বিপক্ষেই আহমেদাবাদে অপরাজিত ৭৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন সালমা খাতুন, এতদিন সেটাই ছিল ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশ নারী দলের হয়ে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। ফারজানা এর আগে নয়টা হাফসেঞ্চুরি করলেও সর্বোচ্চ ইনিংসটি ছিল ৭১ রানের, করেছিলেন গত বছর হ্যামিলটনে পাকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপের ম্যাচে। শনিবার নিজেকেই ছাড়িয়ে গেলেন ফারজানা, গড়লেন ইতিহাস। প্রথম ম্যাচে ফারজানা নেমেছিলেন ওয়ান ডাউনে,করেছিলেন ২৭ রান। পরের ম্যাচেও ওয়ান ডাউনে, করেছেন ৪৭ রান।

ভারতের বোলিং লাইন আপের বিপক্ষে ভালোই করছিলেন ফারজানা, কিন্তু ইনিংসটা বড় হচ্ছিল না। আগের ম্যাচেও রিতু মনিকে সঙ্গে নিয়ে ফারজানা যখন ব্যাট করছিলেন, তখন জয়ের সম্ভাবনা দেখছিল বাংলাদেশ। কিন্তু তাদের বিদায়ে তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং অর্ডার।

তৃতীয় ওয়ানডের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে এসে বাংলাদেশ দলের শ্রীলঙ্কান কোচ হাশান তিলকারত্নে বলেছিলেন, বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটারদের ''মানসিকতা বড় ইনিংস খেলার জন্য প্রস্তুত নয়।এছাড়া ফিটনেসও গড়পড়তার নীচে'' - সেটাই কি তাতিয়ে দিলো ফারজানাকে?

প্রথম দুই ম্যাচ শেষে সিরিজ ১-১ সমতায়, তাই শেষ ম্যাচ জয়ী দলই জিতবে সিরিজ। শেষ ম্যাচে ফারজানা নেমেছঞ্জ্ন ইনিংসের সূচনায়, সঙ্গে ছিলেন সিরিজে এই ম্যাচেই প্রথম দলে সুযোগ পাওয়া শামীমা । দুজনে মিলে শুরুটা করেছেন ধীরস্থির, সাবধানী। প্রথম পাওয়ার প্লে'র ১০ ওভারে দলের রান মাত্র ৩২, তবে কোনো উইকেট না হারিয়ে। অল্পের জন্য হয়নি শতরানের উদ্বোধনী জুটি, ফারজানাকে রেখে বিদায় নেন হাফ সেঞ্চুরি তুলে নেয়া শামীমা (৫২)। তাতে দমে যাননি ফারজানা, অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতিকে নিয়ে ৮৫ বলে ৭১ রানের জুটি গড়ে দলের সংগ্রহকে বাড়িয়ে নেয়ার পাশাপাশি নিজেও এগিয়ে যান শতরানের দিকে।

৮২ থেকে ৯০ এর ঘরে পৌঁছে যান দ্রুতই, মেঘনা সিংয়ের ওভারে দুটো ডাবলসের পর দুটো বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। ১০০ রান থেকে যখন মাত্র ৬ রান দূরে, তখন খানিকটা ছটফটে। একবার রানআউটের হাত থেকেও বেঁচেছেন। শেফালি ভার্মার বলে দ্রুত ১ রান নিতে গিয়ে ভুল বোঝাবুঝি, ডাইভ দিয়ে উইকেটে পৌঁছালেও ফিজিওর শরণ নিতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শেফালি ভার্মার বলে কভার দিয়ে চার মেরে সেঞ্চুরি করেনফারজানা। ১৫৬ বল খেলেছেন সেঞ্চুরি করতে, চার মেরেছেন ৭টি। ইনিংসের শেষ বলে রান আউট হয়েছেন ফারজানা, না হলে ইনিংসে আদ্যান্ত ব্যাট করার রেকর্ডও করতে পারতেন। শুধু শতরানের হিসেবেই নয়, বল খেলার হিসেবেও ফারজানার ইনিংসটি স্থান পেয়েছে রেকর্ড বইতে। ওয়ানডে ইতিহাসের পঞ্চম দীর্ঘতম ইনিংসটি ফারজানার, এক ম্যাচে তার চেয়ে বেশি বল খেলেছেন আর মাত্র ৪ জন ব্যাটার।

ফারজানার শতরানে দেশের মাটিতে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ, ৪ উইকেটে ২২৫ রান করেছে বাংলাদেশ। হ্যামিলটনে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৭ উইকেটে ২৩৪ রান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ওয়ানডে ইনিংস।

ফারজানার এই ইনিংসে ভর করে গড়া বড় সংগ্রহেই বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো সম্ভাবনা দেখেছিল ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের। যদিও শেষ পর্যন্ত সিরিজটা জেতা হয়নি বাংলাদেশের, তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচটা হয়েছে টাই। বাংলাদেশের ২২৫ রানের জবাবে ভারতও ৪৯.৩ ওভারে ২২৫ রানে অলআউট হয়ে যাওয়াতে মেয়েদের ওয়ানডে ক্রিকেটে নবমবারের মতো দেখা গেছে টাই।

তিনটি ওয়ানডের এ সিরিজে ১৮১ রান করে ফারজানা হয়েছেন সিরিজ সেরা। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে এসে ফারজানা বলেন, ' আমি উপরে ব্যাটিং করতেই পছন্দ করি। আগের রাতে (শুক্রবার) আমাদের দলীয় বৈঠকের পর কোচ (হাশান তিলকরত্নে) আমাকে জানান যে আমাকে ইনিংসের সূচনায় যেতে হতে পারে। আমি প্রস্তুত ছিলাম। আমার ইনিংসগুলো শুরু পেলেও লম্বা করতে পারছিলাম না। আগের ম্যাচেও (দ্বিতীয় ওয়ানডে) ৪৭ রানে আউট হয়েছিলাম, এরপর বন্ধুবান্ধব সবাই বলেছিল যে আর তিনটা রান হলে হাফসেঞ্চুরি হতো। তাই আজকে (শনিবার) চেয়েছিলাম যতটা সময় সম্ভব উইকেটে থাকবো।''

ফারজানার জার্সি নম্বর ৯৯। সংবাদ সম্মেলন কক্ষ থেকে বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রতিবেদককে ফারজানা বললেন জার্সি নম্বরের রহস্য, 'আমার জার্সি নম্বর ৯৯ ইচ্ছা করেই আমি বেছে নিয়েছি, যেন ১০০ করলে বলে যে ৯৯ এর ১০০।''

সেই সঙ্গে জানালেন, বিকেএসপিতে নারী ক্রিকেটের প্রথম দিকের দিনগুলো, ' সে সময় মানজ্যোত সিং স্যার (বিকেএসপির সেসময়কার কোচ) আমাদেরকে খুব সহায়তা করেছেন। যে কোনো জিনিষেরই শুরুটা সবসময় ভালো হয় না। আমাদের ব্যাচটা যখন শুরু করে তখন অনেকেই অনেক কথা বলেছে। মানজ্যোত স্যার সবসময় বলেছেন আমরা পারবো, আমরা যেন নিজেদের উপর ভরসা রাখি'।

সিরিজ সেরার পুরস্কার নিতে এসে ফারজানা জানান, তার উপর আস্থা ছিল সতীর্থদের, ''আসরের শুরু থেকেই বেশ ভালো ছন্দে ছিলাম। সতীর্থ সবাই বলছিল যে কেউ শতরান করলে আমিই করবো। আমার পরিকল্পনা ছিল যতটা বেশি সময় পারা যায় ব্যাট করা। আমি শতরান নিয়ে ভাবছিলাম না, চাইছিলাম দলের রানটা যেন ২৩০ এর মতো হয়। আমি ব্যাট করতেই পছন্দ করি। আমার জন্য দারুণ একটা সুযোগ এসেছিল আর আমি সেটা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছি।''

বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাস বইতে অক্ষয় জায়গা পেয়ে গেলেন ফারজানা। নারী ক্রিকেটে ওয়ানডের প্রথম শতরান ফারজানার, এই ইতিহাস মুছে যাবে না কখনো। সেই সঙ্গে বোধহয় আমিনুল ইসলাম, মেহরাব হোসেনদের দুর্ভাগ্যেরও খানিকটা স্পর্শ পেলেন। বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট এবং ওয়ানডে সেঞ্চুরিয়ান দলকে জেতাতে পারেননি, দিনশেষে ফারজানাও তো পারলেন না জয়ী দলের অংশ হতে।

'অযোগ্য লোক ইন্ডাস্ট্রি ডমিনেট করলে সেখানে ভালো কিছু হয় না'

ঢাকা ঃ হুমায়ূন আহমেদের ছবি দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিষেক, শাবনূর, পূর্ণিমা, বিপাশা হায়াত, শমী কায়সার, তারিন, অপি করিমদের সঙ্গে অসংখ্য কাজ করলেও দর্শক যেন তাকে ভুলতেই বসেছিলেন। কারণ দীর্ঘ বিরতি!

আমার 'প্রহেলিকা' সিনেমাটি এখন হলে। আবার ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হৈচৈ'র জন্য আট পর্বের একটি ওয়েব সিরিজের কাজ করছি, যেটা পরিচালনা করছেন শাফায়েত মনসুর রানা। মধ্যদিনে শ্যুটিং শুরু হয়ে মধ্য রাতে শেষ হয়। দিনের কোনো একটা সময় সুযোগ পেলে ছবির প্রচারণায় অংশ নিচ্ছি। গত দেড়মাস ধরে এমন শিডিউল চলছে।

'প্রহেলিকা' সিনেমাটি প্রতিটা সিনেপ্লেক্সেই চলছে। সবগুলো শো হাউজফুল হচ্ছে। শুধু প্রহেলিকায় না, প্রিয়তমা, সুড়ঙ্গ সবকটি ছবির পাবলিক রেসপন্সই ভালো। হলের এমন চিত্র বহুদিন ধরে দেখা যাচ্ছিল না। উচ্চবিত্ত শ্রেণির দর্শকেরা হলে ফিরেছে। দর্শকরা বাবা, মা, খালা, ফুপুদের নিয়ে ছবি দেখতে এসেছে।

ওয়েব সিরিজটির কাজে দুই বেলা শ্যুটিং করতে হচ্ছে এখন। ছবির প্রচারণা নিয়েও ব্যস্ত। এর মধ্যে নিজের ছবি প্রহেলিকাই দেখা হয়নি। তবে আমি দেখতে যেতে চাই। আমি যেটা বলেছি, অনেস্টি থেকে বলেছি। আমি বিশ্বাস করি, আমরা যদি সবাই একে অপরের ছবি দেখি, সেটা দর্শকদের মধ্যে এক ধরনের হারমোনি তৈরি করবে। তখন আমরা কেউ কাউকে আক্রমণ করবো না। দর্শকদের মাঝেও সহমর্মিতা তৈরি হবে। সেটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভালো হবে। আমি শাকিব, নিশোকে বলেছি, ওরা দেখুক না দেখুক আমি দেখবো।

আপনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আগে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সার্কেলে থাকতো কবি, সাহিত্যিক, মিউজিশিয়ানরা, এখন সেটা হয় না, এ কারণে 'কালচারেল আইকন' হিসেবে এখনকার কোনো তারকাকে সেলিব্রেট করা যায় না। তরুণরা কীভাবে 'কালচারেল আইকন' হবেন?

আমি কালচারাল আইকন বলতে বুঝি একজন আফজাল হোসেন, হুমায়ুন ফরিদী, সুবর্ণা, গোলাম মোস্তফা, আবুল হায়াত, আবুল খায়ের... একজন ববিতা। তাঁদের দিকে তাকালে বুঝা যায় কালচারেল আইকন কারা হয়, কিভাবে হয়। সারাজীবন অসংখ্য কাজ করলাম, ছবি হিট দিলাম, কোটি কোটি টাকার ব্যবসা দিলাম, কিন্তু জীবনসায়াহ্নে এসে সম্মান নিয়ে আমার একটা কাজের কথা উচ্চারণ করতে পারি না। যিনি আইকন হবেন তার কাজ নিয়ে আমরাই বলবো উনি ওই কাজগুলোর জন্য সারাজীবন আমাদের কাছে বেঁচে থাকবেন।

শাকিব কী করতে পারতেন, কী পারতেন না সেটা তিনি ভালো বলতে পারবেন। শাকিব কিভাবে তৈরি হয়েছেন সেটা আমি দেখেছি। একটু করে করে, এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে শাকিব তৈরি হয়েছেন। ঢাকার বাণিজ্যিক ছবির অপরিহার্য হিসেবে সে নিজেকে গড়ে তোলেছে। তার বিকল্প কেউ নেই। আপনি দেখেন, কমার্শিয়াল ছবির ধারাটা যতটুকু আছে, সে ধরে রেখেছে। আমি তাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করবো না? ফর্মুলার ছবি করে, এফডিসিকেন্দ্রিক এসব বলে তার পরিশ্রম ও ত্যাগকে আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না। আমি মনে করি, এই সম্মান শাকিবের প্রাপ্য।

যারা সত্যিকার অর্থে ভালো নির্মাতা, যেমন মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী, মেসবাউর রহমান সুমন, গিয়াস উদ্দিন সেলিম উনারা যদি একজন শাকিবকে নিতেন, 'নতুন শাকিব খান' কিন্তু তৈরি হতো। সে'ও তখন বোঝাতে পারতো কমার্শিয়াল ছবির পাশাপাশি প্যারালাল মুভি বা আমরা যাকে 'ভালো ছবি' বলি, সেরকম কিছু একটা আছে। এখানে দায় কিন্তু যারা অন্যধারার ছবি বানান, তাদের। আমরা যাদের খুব ভালো মেকার বলি, তারাও শাকিবকে নিয়ে খুব একটা চেষ্টা করেছেন বলে জানি না। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক ছোট। শাকিব কেবল নিজের পেছনে বিনিযোগ করছে। সে করছে না বলে আপনি তার উপর দায় চাপিয়ে দিলে ভুল হবে। অন্যের পেছনে বিনিযোগ করার অবস্থা আমার মনে হয় না ওর হয়েছে।

তার সঙ্গে অনেক কাজ করেছি তা সত্যি, এতদিন পরে চয়নিকার কাজ দিয়ে ফেরা এটাও সত্যি। তার সঙ্গে কাজ করার প্রধান কারণ হচ্ছে, সে দশটা গল্প পছন্দ না হলে এগারো নম্বর গল্পটা দেয়। স্ক্রিপ্ট পছন্দ না হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে। একজন মানুষ যখন আমাকে অভিনয়ে ফেরানোর এই তাগিদ অনুভব করে, সম্মান দেখায়, একটা দায়িত্ব থেকে কাজটা করবো না?তার অর্থ এই নয় যে, এই সম্মান, এই তাগিদ আর কেউ দেখায়নি। হুমায়ূন আহমেদ, গিয়াস উদ্দিন সেলিম, মোস্তফা সরওফার ফারুকীর সঙ্গেও তো অনেক কাজ করেছি।

শিল্পীসত্বা কিনা জানি না, তবে সবসময় আমি ভালো কাজের অপেক্ষায় থেকেছি। ভালো কাজ করার জন্য ক্ষুধার্ত ছিলাম। এ সময় জুড়ে কে ভালো কাজ করে, কাজ দেখে আপডেটেড থাকতাম। প্রহেলিকার মনা চরিত্রের মতো ক্যামেরার সামনে টেনে নিয়ে আসতে পারে এমন অফার পাইনি বলে এতদিন দূরে ছিলাম। প্রিপারেশনের মধ্যেই ছিলাম। মনা চরিত্র করার পরপরই ওয়েব সিরিজের অফার পেলাম। এটা আমাকে আরেকটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। আমি যদি তখন কাজ করে যেতাম, আপনারা আমাকে নিয়ে আজকে এই আগ্রহটা দেখাতেন না। তখন এমন স্ক্রিপ্ট আসতো যা আমাকে টানতো না। আনন্দ পাচ্ছিলাম না। একটু একটু করে নিজেকে গড়ার চেষ্টা করেছি। সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করতে চাইনি। যদি গ্রাফটা দেখেন, একসময় ঈদে ২০-২৫ টা নাটকে কাজ করতে হতো। সবই বলতে গেলে একইরকম। তখন থেকে প্রযোজক হিসেবে অভিনেতা মাহফুজকে 'বিনিযোগ' করি। রোমান্টিক ধারার বাইরে গিয়ে নুরুল হুদা, চৈতা পাগল আমার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রযোজনা করি অভিনেতা মাহফুজকে। আমি প্রথম সিনেমায় প্রযোজনা করি 'জিরো ড্রিগ্রি'তে, যেটা সাইকো থ্রিলার। এত বছর পর প্রহেলিকার মনা চরিত্র দিয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে ফিরে এলাম। তবে রোমাঃটিক ঘরানায় একবার যদি মানুষ ধরে ফেলে, তখন সেই ছাপটা পড়ে যায়, তখন সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তবে আপনারা যে আমাকে রোমান্টিক ঘরানার মনে করেন, মনে রাখেন, প্রশংসা করেন, ভালোবাসেন সেটাও আমি উপভোগ করি। তবে আমি এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকতে চাই না। আপনি একটা সময় মৌসুমী, শাবনূর, পূর্ণিমা, বিপাশা হায়াত, শমী কায়সার, তারিন, অপি করিমের মতো অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এ সময়ের বুবলীর সঙ্গেও অভিনয় করলেন। তার সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন?

আমাদের এখানে শিল্পীরা চরিত্রের বাইরে গিয়ে সাজ পোশাকে নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেন। বুবলীর মাঝে চরিত্র হয়ে ওঠার যে প্রাণান্ত চেষ্টা, পরিশ্রম দেখেছি, সময়জ্ঞান, প্রস্তুতি দেখেছি...সেটা আমার ভালো লেগেছে। বাংলাদেশ একজন ভালো অভিনেত্রী পেতে চলেছে।

যারা টেলিভিশনে নাটক প্রচার করেন তারা নিজেরাই নিজেদের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন। অযোগ্য লোক যখন কোনো ইন্ডাস্ট্রিকে ডমিনেট করে, সেখানে ভালো কিছু থাকতে পারে না। টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। নাটকের মান এত তলানিতে নিয়ে গেছে, এখন আর টেলিভিশনের প্রতি দর্শকের সেই আগ্রহ থাকার কোনো কারণ নেই। আমি ভবিষ্যতেও দেখছি না।

দুই দশকের সফল ক্যারিয়ার আপনার, তিনটি প্রজন্মের সাথে কাজ করেছেন। এখনকার অভিনয় শিল্পীদের মধ্যে কারা হুমায়ূন ফরিদী, শমি কায়সারদের উত্তরসুরী বা আইকনিক লেভেলে পৌঁছাতে পারবে বলে মনে করেন? একজন আফরান নিশো, একজন মেহজাবিনকে পেয়েছেন হয়তো অসংখ্য পাননি। ওটিটি যখন আসলো নাসির উদ্দিন খানকে পেলেন। অ্যালেন স্বপনের ছেলের চরিত্রে যে অভিনয় করেছে, ওর অভিনয় মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। তার মানে আমাদের দেশে ট্যালেন্ট আছে।

সম্পাদকীয়

প্রকাশনা শিল্পের সংকট ও উত্তোরণ

মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য শিক্ষা মনন বিকাশে মুদ্রণ ও সৃজনশীল প্রকাশনার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অথচ কঠিন সময় পার করছে দেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনাশিল্প। নানান জটিলতায় এ শিল্পে সংকট এখন চরম রূপ ধারণ করেছে। বাজারে দীর্ঘদিন ধরে কাগজের কৃত্রিম সংকট চলছে। কোনোভাবেই তা নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না। মুদ্রণ শিল্পের সব কাচামালের মূল্য বাড়লেও বইয়ের মূল্য তেমন বাড়েনি। কাগজ তৈরির প্রধান কাঁচামাল ভার্জিন পাল্প। এটি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে। কাগজের এই সংকট সরাসরি মুদ্রণ শিল্পে প্রভাব ফেলছে কারণ এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কাগজ। কাঁচামাল না হলে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান চালানোর কোনো সুযোগ নেই। কাগজ পাওয়ার পর কালি, প্লেট আমদানি করতে হয়। এগুলো আমদানিতে ভর্তুকি নয় এসব দেশে উৎপাদন করতে হবে। সৃজনশীল প্রকাশকদের জন্য ভর্তুকি প্রদান করে কাগজের মূল্য কমাতে হবে। না হয় প্রকাশনাশিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এখন অনেক প্রতিষ্ঠান খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এখন কাগজের মূল্য বাড়ার কোনো কারণ নেই। কারণ বিদেশে পণ্যের মূল্য অনেক কমেছে। বিদেশে পাল্পের দাম অনেক কম। কিন্তু আমদানি হচ্ছে না বলে এই সুবিধা দেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনাশিল্প ভোগ করতে পারছে না। ফলে ভোগান্তি পোহাচ্ছে ভোক্তারা। কাগজের বাজারের অস্থিরতার পেছনে এসব বিষয়েরও প্রভাব রয়েছে। এসব সংকটের অজুহাতে কেউ যাতে কাগজসহ প্রকাশনা শিল্পের অন্যান্য উপকরণের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে, সেদিকে কর্তৃপক্ষের উচিত যথাযথ দৃষ্টি দেয়া। মুদ্রণ ও প্রকাশনাশিল্প তো বটে, সৃজনমননশীলতার বাহন সৃজনশীল বই প্রকাশ, শিক্ষা কার্যক্রম সুগম নির্বিঘ্ন করতে অবশ্যই উদ্ভূত সংকটের সমাধান জরুরি। মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের স্বাভাবিক গতি রক্ষায় জরুরিভিত্তিতে কাগজ এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য আমদানির ব্যবস্থা করা দরকার। এই নিয়ে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে প্রত্যাশা করছি। কাগজ, কালি, প্লেটসহ প্রকাশনাশিল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপকরণের অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধি এ শিল্প বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। এমনিতেই আমাদের দেশে বইয়ের বাজার ছোট হয়ে আসছে। হাতের মুঠোয় ইন্টারনেট থাকায় তরুণ প্রজন্ম বই বিমুখ হয়ে পড়েছে। তারা মোবাইলে নানান কিছুতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। মধ্যেবিত্ত সমাজ একসময় বই পড়ত। এখন তারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে জীবন বাঁচাতে হিমশিম খাচ্ছে। ইচ্ছে থাকলেও বই কিনতে পারছে না। কিছু তরুণ বইয়ের দিকে ঝুকছে এটা আশার খবর। ভালো বই পেলে তারা পড়ে। করোনাকালের আগেও এ সময় প্রকাশকরা ব্যস্ত সময় পার করত। অথচ এখন প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সবাই হতাশায় নিমজ্জিত, যা আগে কখনও ঘটেনি। সরকারের উচিত বইমুখী জাতিগোষ্ঠী গঠনে নানানমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সৃজনশীল বইয়ের জন্য প্রতিদিন একটি ক্লাস চালু করা। সেদিন তারা পাঠ্যবইয়ের বাইরে উন্মুক্ত আলোচনায় থাকবে। মননচর্চায় বইয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কোনো জাতির সামগ্রিক উন্নতির পরিচয় কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়নে নয় এর প্রতিফলন ঘটে মননচর্চার মধ্য দিয়েও। জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার উন্নয়নে প্রকাশনা শিল্পের বিকাশ অব্যাহত রাখতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। প্রকাশকদের মনে রাখতে হবে, মানহীন বই প্রকাশ অব্যাহত থাকলে তা প্রকাশনা শিল্পের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে। গত কয়েক দশকে দেশের প্রকাশনাশিল্প যে গতিতে সম্প্রসারিত হয়েছে, তা আশাব্যঞ্জক। তরুণ প্রকাশকরা তাদের সৃজনশীল জ্ঞান নিয়ে এ শিল্পে এগিয়ে এসেছে। বইয়ের মান ভালো রাখতে তারা বদ্ধ পরিকর। এখন তারা ভালো কন্টেন, মানসম্মত বই প্রকাশে উদ্যোগী। পৃষ্ঠপোষকতা পেলে প্রকাশনা শিল্পের সম্প্রসারণ হবেই। মানসম্পন্ন বই প্রকাশ করা সম্ভব হলে সেসব বই বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও উপার্জন করা সম্ভব। সরকার প্রকাশকদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নানান প্রকল্প গ্রহণ করলেও তা চলে গুটিকয়েক ক্ষমতাশীল প্রকাশকদের হাতের মুঠোয়। তারা নামে বেনামে সেসব বরাদ্দ নিজেদের দখরে নিয়ে নেয়। নতুন প্রকাশকরা তা পায় না। পেলেও খুব সামান্য। তরুণ প্রকাশকদের পাশে সরকার না দাঁড়ালে আগামীতে প্রকাশনাশিল্প থাকবে না। তাই তরুণ প্রকাশকদের উচিৎ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা। কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের চাওয়াপাওয়া নিয়ে কথা বলা। এজন্য চাই তরুণদের তথা সৃজনশীল প্রকাশকদের নতুন প্লাটফর্ম। প্রকাশকরা টিকে থাকলেই বুদ্ধিবৃত্তিক জাতি গঠন হবে। জ্ঞানভিত্তিক, বিজ্ঞানভিত্তিক জাতিগোষ্ঠী তৈরি হবে।

জলবায়ু নিয়ে ভয়ঙ্কর বার্তা, আশঙ্কাজনকভাবে রেকর্ড ভাঙছে

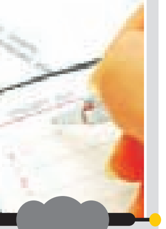

জর্জিনা রানার্ড
প্রাবন্ধিক

বিশ্ব জুড়ে একের পর এক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সামুদ্রিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, এবং মেরু অঞ্চলের সমুদ্রে বরফস্তর যে রেকর্ড গতিতে ভাঙছে তাতে রীতিমত শঙ্কিত বিজ্ঞানীরা। তারা বলছেন যেরকম দ্রুত গতিতে এবং যে সময়ের মধ্যে এসব রেকর্ড ভাঙছে তা নজিরবিহীন।

জাতিসংঘ বলছে ইউরোপ জুড়ে যে তাপপ্রবাহ চলছে তা আরও রেকর্ড ভাঙার দিকে এগোচ্ছে।

এসব নজিরবিহীন রেকর্ড জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিনা তা এখুনি হলফ করে বলা কঠিন, কারণ আবহাওয়া এবং পৃথিবীর মহাসাগরের আচরণ খুবই জটিল। এগুলো নিয়ে গবেষণা চলছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই শঙ্কিত যে ভয়ঙ্কর সব পরিস্থিতি ঘটতে চলেছে।

আমার এমন কোন সময়ের কথা জানা নেই যখন আবহাওয়া মণ্ডলের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বত্র এধরনের রেকর্ড ভাঙা এবং অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটছে, বলছেন লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের পরিবেশ বিষয়ক ভূগোল বিশেষজ্ঞ টমাস স্মিথ।

পৃথিবী এখন লাগামহীন পরিবর্তনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে যার পেছনে রয়েছে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে ঘটা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং ২০১৮ সাল থেকে ‘এল নিনো’র প্রভাবে প্রথম পৃথিবীর গরম হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু - বলছেন লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের জলবায়ু বিজ্ঞানের লেকচারার ড. পল সেপ্পি।

এল নিনো প্রকৃতি গরম হয়ে ওঠার একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এটা হয় যখন প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণমণ্ডলীয় অংশে সমুদ্রের তপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে উঠে যায়, যার প্রভাবে প্রকৃতি গরম হয়ে ওঠে।

এখানে তুলে ধরা হল এবছর গ্রীষ্ম মরশুমে যে চারটি রেকর্ড ভাঙা অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা গেছে এবং এর প্রভাব কী হতে পারে।

এবছর জুলাই মাসে ছিল এ যাবৎ পৃথিবীতে সবচেয়ে গরম দিনের রেকর্ড। ২০১৬ সালে বিশ্বে গড় সবচেয়ে উষ্ণ তাপমাত্রার যে রেকর্ড ছিল এবারের তাপমাত্রা তাকে ছাড়িয়ে গেছে।

ইউরোপের অনেক জায়গায় চলছে নজিরবিহীন তাপপ্রবাহ। শুক্রবার গ্রিসে দমকল কর্মীদের ৮০ টি দাবানল আয়ত্তে আনতে হিমশিম খেতে হয়।

এবার প্রথমবারের মত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১৭ সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে। ইইউর জলবায়ু পর্যবেক্ষক সংস্থা কোপার্নিকাস জানাচ্ছে ৬ জুলাই পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ছিল ১৭.০৮।

তেল, কয়লা ও গ্যাসের মত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে যে কার্বন নিগর্মণ হচ্ছে পৃথিবীর ক্রমশ গরম হয়ে ওঠার পেছনে সেটাই বড় কারণ।

ইম্পিরিয়াল কলেজ লন্ডনের আরেকজন জলবায়ু বিজ্ঞানী ড. ফ্রেডেরিকো অটো বলছেন গিনহাউস গ্যাস থেকে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়া ঠেকানো না গেলে এমনটাই ঘটবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছিল।

এর জন্য মানুষই দায়ী, তিনি বলছেন।

আমি যে কারণে বিস্মিত সেটা হল জুন মাসে যেভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির রেকর্ড ভাঙছে। বছরের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে এত তাড়াতাড়ি এমনটা ঘটার কথা নয়, তিনি বলছেন।

তিনি বলছেন, এল নিনোর প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ে, কিন্তু সেটার প্রভাব এত তাড়াতাড়ি দেখা যাওয়াটা অস্বাভাবিক।

এবছর জুন মাসে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ছিল জুনের স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৪৭ সেলসিয়াস বেশি। এই বৃদ্ধি হিসাব করা হয় পৃথিবীতে শিল্পোন্নয়ন ঘটার আগের সময়কার সঙ্গে তুলনা করে।

১৮০০ সাল নাগাদ বিশ্বে শিল্প বিপ্লব ঘটার পর থেকে মানুষ আবহাওয়া মণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করছে অনেক বেশি।

ড. স্মিথকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এক দশক আগে তারা কি বুঝতে পেরেছিলেন ২০২৩ সালের গ্রীষ্ম মরশুমে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এই পর্যায়ে পৌঁছবে?

তার উত্তর ছিল জলবায়ুর যে মডেল ধরে পূর্বাভাস দেয়া হয় তাতে দীর্ঘমেয়াদে কী ঘটতে যাচ্ছে তার পূর্বাভাস দেয়া যায়, কিন্তু আগামী দশ বছরে কী ঘটবে তা বলা কঠিন।

১৯৯০এ আবহাওয়ার আচরণের যে মডেল ধরে আমরা কাজ করেছিলাম তাতে আজকের অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটা সঠিক ধারণাই পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু আগামী দশ বছরে ঠিক কী ঘটতে যাচ্ছে তার সঠিক পূর্বাভাসিএখন দেওয়া কঠিন হবে, তিনি বলেন।

পৃথিবী এই সময়ের মধ্যে যথেষ্ট ঠাণ্ডা হবে না বলেই তার মত।

বিশ্বব্যাপী মহাসাগরের তাপমাত্রা মে, জুন এবং জুলাই মাসে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

২০১৬ সালে সমুদ্র পৃষ্ঠের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার যে রেকর্ড ২০১৬য় ধরা পড়েছিল বর্তমান তাপমাত্রা দ্রুত তাকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশংকা।

এর মধ্যে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের তাপমাত্রা যে অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়ছে তাতে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে শঙ্কিত।

আটলান্টিকের এই অংশে এধরনের সামুদ্রিক উষ্ণপ্রবাহ আগে কখনও দেখা যায়নি। এটা আমাদের ধারণার বাইরে, বলেছেন ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথিবী বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড্যানিয়েলা শ্মিড।

আর্য়াল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলের তাপমাত্রা জুন মাসে স্বাভাবিকের চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস উপরে ছিল। যা ন্যাশানাল ওশানিক অ্যান্ড অ্যাটমসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সংজ্ঞায় ক্যাটেগরি ৫ তাপপ্রবাহ অর্থাৎ চরম অবস্থারও বেশি।

এর কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন কিনা তা এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, তবে তিনি বলছেন পৃথিবী গরম হয়ে উঠেছে এটা পরিস্কার এবং মহাসাগরগুলো আবহাওয়া মণ্ডল থেকে অতিরিক্ত উষ্ণতা শুষে নিচ্ছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সমুদ্রের জীববৈচিত্র সাগরের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমুদ্রের এই জীববৈচিত্র পৃথিবীর ৫০ অক্সিজেন জোগায়।

আমরা যখন তাপপ্রবাহের কথা বলি মানুষ ভাবে তাতে শুধু গাছপালা, ঘাসপাতা মরে যায়। কিন্তু মহাসাগরের জল যখন স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ ডিগ্রি বেড়ি যায়, তখন সামুদ্রিক জীব ও গাছপালার বেঁচে থাকার জন্য বাড়তি ৫০ খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

দক্ষিণ মেরু সাগরে বরফের স্তর জুলাই মাসে ছিল রেকর্ড পরিমাণ কম। ব্রিটেনের আয়তনের দশগুণ পরিমাণ আয়তনের বরফের স্তর গলে গেছে। ১৯৮১ থেকে ২০১০এ সেখানে যে পরিমাণ বরফের আস্তরণ ছিল এই গলে যাওয়া বরফের পরিমাণ তার তুলনায় রেকর্ড মাত্রায় কমে গেছে।

কেন এই পরিবর্তন - এর কারণ কি জলবায়ুর পরিবর্তন তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা রীতিমত চিন্তিত।

পৃথিবীর আবহাওয়া যেরকম আশঙ্কাজনকভাবে উষ্ণ হয়ে উঠছে, তাতে দক্ষিণ মেরু সাগরের বরফের স্তর উদ্বেগজনক হারে গলে যাচ্ছে। তবে ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের ড. ক্যারোলাইন হোমস ব্যাখ্যা করছেন যে এটা স্থানীয় আবহাওয়ার কারণে অথবা মহাসমুদ্রের কারেন্টের ফলেও ঘটতে পারে।

তিনি বলছেন এটা শুধু রেকর্ড ভাঙার কারণে উদ্বেগ নয়, যে মাত্রায় রেকর্ড ভাঙছে তা তাদের ভাবাচ্ছে।

জুলাই মাসে এই পরিমাণ বরফ গলা আমরা আগে কখনও দেখিনি। এর আগে বরফ গলে যে মাত্রায় নেমে এসেছিল এই মাত্রা তার আরও ১০ নিচে। এট বিশাল।

তিনি বলছেন যে দ্রুত হারে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে তার কারণ যে আমাদের কাছে এখনও কতটা ধাঁধাঁর মত এটা তার আর একটা উদাহরণ। আসলে এত দ্রুত পরিবর্তনগুলো ঘটছে - এত দ্রুত গতিতে আগের রেকর্ডগুলো ভাঙছে সেটাই বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করছে। তারা বলছেন আগামীতে আবহাওয়া মণ্ডলের আরও রেকর্ড ভাঙা অঘটনের আশঙ্কা তারা করছেন। ২০২৪ সালে গিয়েও নানা দুর্যোগ ঘটবে বলে তারা মনে করছেন।

তবে ড. অটো বলেছেন এর মানে এই নয় যে জলবায়ু ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি বলছেন নতুন পরিস্থিতির আলোকে পৃথিবীকে মানুষের বেঁচে থাকার উপযোগী করে তোলার সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

সামযয়িকী

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

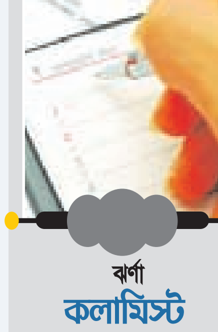

ঝর্ণা
কলামিস্ট

চড়াই উত্রাই পেরিয়ে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৯২৮ সালে চিত্রকর হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয় অনেকটা ধূমকেতুর মতো। বিশ্ব বরেণ্য রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রশিল্পে সমসাময়িক সমস্যার বেড়াজাল - স্বাধীকার আন্দোলনের সংকটাপন্ন পরিস্থিতি এবং ভারতবর্ষের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেননি। তাঁর শিল্পচর্চার বার্তা প্রসারিত হয়ে বর্তমানের উঠোন পেরিয়ে আলোড়িত করেছে সুদূর ভবিষ্যতের চিত্রশিল্প চর্চায় আবিষ্ট এই প্রজন্মকে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা তাই এ যুগের চিত্রশিল্পীদের অনুপ্রেরণা এবং বিশ্লেষণের বিষয়ও। পৃথিবীর সকল দেশের ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ক্রান্তিলগ্নে সে দেশের শিল্প এবং সাহিত্যের ভাষার চরিত্র বদলে যায়। চিত্রকলাও এক ধরনের সাহিত্যেক ভাষা এবং শিল্প। যেখানে উঠে আসে গতিশীল সমাজের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব। চিত্রকলার মাধ্যমেই আবিষ্কৃত হয় গুহা মানবের জীবন জীবিকার প্রকৃতি। চিত্রকলাও মূলত সময়েরই নির্মোহ প্রতিবিম্ব। কাজেই সেসময় চিত্র কলারও বড় রকমের পট পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন ঘটে তার প্রকাশ ভঙ্গি ও বক্তব্যে। আর তখন সাহিত্য সৃষ্টির ধারায় ভারত বর্ষের চিত্র শিল্পেও এক নতুন দিগন্ত জুড়ে দেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা উপন্যাস - দর্শন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের পাণ্ডিত্য জাহির করতে এতটুকুও কুণ্ঠা বোধ করিনা। বরং তা গৌরবের সঙ্গে বলতে ভালোবাসি। অথচ —‘ছবিটবি তেমন বুঝিনা বলতে’ এতটুকু সংকোচ বোধ করিনা। এমন কি এর সঙ্গে তাচ্ছিল্যের ভাবই সোৎসাহে মিশ্রিত থাকে। অথচ এমন উন্নাসিক উক্তির সময় আমাদের একবারও মনে হয় না যে, যারপরনাই অনেক দিন ধরে শব্দ, ধ্বনি, ব্যাকরণের চর্চা ও কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত কথিত বা পঠিত ভাষাও আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এমন কি বিনা পরিশ্রমে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় মাতৃভাষাও। বরেণ্য এমন অনেক চিত্রশিল্পী আছেন যাঁরা সকলেই কবিতা, গদ্য, উপন্যাস ও দর্শনের একাগ্র পাঠক। অথচ খুব কম উপন্যাসিক, কবি, লেখক আছেন যাঁরা এতকুটু কষ্ট করে প্রাচীন বা আধুনিক চিত্রকলার ভাষায় শিক্ষা নিয়েছেন বা শ্রদ্ধা ভরে শিল্পটির চর্চা করেছেন। সৃষ্টিশীল লেখকদের শিক্ষায় তাই বড় রকমের এই ফাঁক থেকেই যায়। আর এই মূল জায়গায় ঘাটতির কারণে তাই চিত্রকলার সঠিক চর্চায়ও উপর্যুপরি ব্যাঘাত ঘটে এবং তার আধুনিক অভিযানও ক্ষুণ্ণ হয় প্রকটভাবে। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে সাহিত্যের কলমের অগ্ন্যুৎপাত ঝড়ের মতো উথলে উঠলেও চিত্রকলার উত্থান তার থেকে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বাদ পড়ে যায়। তবে শেষের দিকে যখন ইংরেজ শাসক সমাজ তাঁকে এক বিঘ্নতার পথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করে তখন চিত্রকলা হঠাৎ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং সোৎসাহে ধারাবাহিক গতিতে মিলবার চেষ্টা করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তখন নিজ প্রতিভায় অনেক দূর এগিয়ে। ভারত বর্ষের বহুল প্রতিভাধরদের ছাপিয়ে সাহিত্য জগতের সিংহাসনে তিনি অধিষ্ঠিত। এবং ভারতীয়দের শিক্ষাদীক্ষায় চিত্রকলা শিক্ষার অভাবের বিষয়ে তিনি তখন দারুণ ভাবে মনঃক্ষুণ্ণক্ষ তিনিই প্রথম তীব্রভাবে চিত্রশিল্পের সামগ্রিক স্বল্পতায় আক্ষেপ প্রকাশ করতে শুরু করেন। কেননা চিত্রশিল্পের অভাবে অপূর্ণতা থেকে যায় সামগ্রিক সাহিত্য। ১৮৭৭-৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র সতেরো বছর। তখনই তিনি তাঁর পত্রে লিখেছিলেন যে, তিনি কিভাবে ইউরোপীয় চিত্র ঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদের রসাচ্ছাদন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ১৮৯০ সালে লুভরে গিয়ে তিনি কত চমৎকার ছবি দেখেছেন সে বিষয়ে তিনি প্যারিস থেকে মৃণালিনী দেবীকে পত্রে লিখেন। নগ্ন নারীর চিত্রও যে কতটা আশ্চর্য সৌন্দর্য ও আনন্দের উদ্রেক করে সে সব অনুভতিও তিনি অকপটে প্রকাশ করেছেন। তার স্ত্রী ও কন্যা বেলার সঙ্গেও সেসব দেখতে তার বিন্দু মাত্র সংকোচ হবে না। অর্থাৎ নগ্ন নারী দেহের সার্থক চিত্র যে নৈসর্গিক আনন্দ সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে জাগতিক জৈবিক কামনার কোনও সম্পর্ক নেই। চিত্রশিল্পের মহিমায় তিনি এতটাই শুদ্ধ এবং ঋদ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথই হয়তো একমাত্র আধুনিক শিল্পী যিনি গতানুগতিক ধারার বাইরে অবস্থান করছিলেন। যিনি প্রাচ্যের প্রবাহমান ঐতিহ্য থেকে সরে গিয়ে ক্রমশ ইউরোপীয় ঐতিহ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আর ইউরোপীয় চিত্রকলার ধারা সে সময় আপন ঐতিহ্যের অবগাহন ডিঙিয়ে নিজস্ব চিত্রকলাকে সম্প্রসারণের প্রচেষ্টায় প্রাচ্য ও আফ্রিকান ঐতিহ্যের পথে আকুল ভাবে অগ্রসরমান। চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথের এই অবস্থানগত পরিবর্তনের ধারা তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রবলভাবে অব্যাহত ছিলো।

জানা অজানা

ডেনমার্কে কুরআন ও ইরাকি পতাকা পোড়ানোর প্রতিবাদে বাগদাদের গ্রিন জোনে হামলা চালানোর চেষ্টা করছে বিক্ষোভকারীরা

ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে ইরাকি দূতাবাসের সামনে একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী কুরআনের একটি কপি পুড়িয়ে দিয়েছে বলে খবর পেলে, শনিবার ভোরে বাগদাদের সুরক্ষিত দূতাবাস পাড়া , গ্রিন জোনে হামলা চালানোর চেষ্টা করে শত শত বিক্ষোভকারী। নিরাপত্তা বাহিনী গ্রিন জোনের দিকে যাওয়ার জন্য জুমুরিয়া সেতু অবরোধ করে রাখা বিক্ষোভকারীদের পিছু হটিয়ে দিয়ে, তাদের ডেনমার্কের দূতাবাসে পৌঁছাতে বাধা দেয়। সুইডেনে পরিকল্পিতভাবে ইসলামিক পবিত্র গ্রন্থ পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা বাগদাদে সুইডিশ দূতাবাসে হামলা চালানোর দু’দিন পর এই বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভকারীরা বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে কূটনৈতিক অঞ্চল দখল করে রাখে। প্রভাবশালী ইরাকি শিয়া আলেম এবং রাজনৈতিক নেতা মুক্তাদা আল সদরের পতাকা এবং সাইনবোর্ড উত্তোলন করে এবং সামান্য আগুন ধরিয়ে দেয়। দূতাবাসের কর্মীদের একদিন আগেই সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এর কয়েক ঘণ্টা পর ইরাকের প্রধানমন্ত্রী কুরআন অবমাননার প্রতিবাদে সুইডেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। গত মাসে স্টকহোমে বিক্ষোভের সময় কুরআনের একটি কপি পোড়ানো এক ইরাকি আশ্রয়প্রার্থী বৃহস্পতিবার আবারও একই কাজ করার হুমকি দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আগুন দেননি। তবে তিনি কুরআনে পাড়া দেন ও লাথি মারেন। ইরাকি পতাকা এবং সদর ও ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ছবি দিয়ে একই কাজ করেন। শুক্রবার বিকালে ইরাক ও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে হাজার হাজার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ করে। ডেনমার্কের গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, শুক্রবার কোপেনহেগেনে ইরাকি দূতাবাসের সামনে উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী ড্যানস্কে প্যাট্রিয়টারের সদস্যরা কুরআনের একটি কপি ও ইরাকি পতাকা পুড়িয়ে দেয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির দায়

সুতপা বেদজ্ঞ

সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। আর কবিতা সাহিত্যেরই একটি শক্তিশালী মাধ্যম। অনেকে ভাবেন কবির ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক বিশেষভাবে প্রদত্ত। বাস্তবে একথার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। যিনি যত বড় কবি হয়েছেন, তিনি ঐ বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, প্রকৃতি থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন এবং প্রচুর অনুশীলন করেছেন। তবে সমাজে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা যে কোনো সময় মুখে মুখে কবিতা বা ছড়া তৈরি করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে কবির মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট সেলই প্রধান ভূমিকা রাখে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। অনেকেই ভাবেন, কবিতা লেখা খুবই সহজ কাজ। বাস্তবে ভালো কবিতা লেখা অতো সহজ কাজ নয়। কবিতা লেখা সহজ বা কঠিন সে আলোচনা আজ নয়। কবিতা সাহিত্যের অন্যতম শিল্প মাধ্যম হিসেবে সময়ের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পারছে সে বিষয়ে কিছু ভাবনা উত্থাপনই এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

জগতে সবকিছুই গতিশীল। পরিবর্তনশীল। গতি ও পরিবর্তনই একমাত্র সত্য। মানুষের জীবন, সাহিত্যসংস্কৃতিও গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদই প্রথম লিখিত সাহিত্য হিসেবে আমাদের সামনে আসে। চর্যাপদ বাঙালির প্রাচীন যুগের সাহিত্য চর্চার নিদর্শন। তখন থেকে ছন্দবদ্ধ বাক্য অন্তমিলযুক্ত চরণ যূথবদ্ধ করে সৃষ্টি করা হতো কাব্যময় আবেদন। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের প্রচলন যখন শুরু হয়নি তখন মানুষের জীবন যাপনের কথা, মনের কথা, ভালোবাসা বা প্রেমের উপাখ্যান, আধ্যাত্মিক বিষয় সবকিছুই রচিত হতো ছন্দবদ্ধ পদ্যে। মধ্যযুগে সৃষ্ট যত সাহিত্য রচিত হয়েছে তার সবই ছিলো ছন্দে আবৃত। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য এবং পরবর্তীতে বিষাদসিন্ধু, পদ্মাবতীসহ সকল কাহিনীই ছন্দভিত্তিক কাব্যে রচিত। কবি কল্পনার অসাধারণ সৃষ্টি এ সকল সাহিত্য। পরবর্তী সাহিত্যে অবশ্য জীবনের গল্প অনেক বেশি করে লিখিত হতে থাকে। মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর যখন লিখলেন আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। এই একটি লাইনেই কবি সে সময়কালের মানুষের প্রত্যাশাকে কাব্যময় করে তুললেন। আধুনিককালে কুসুম কুমারী দেবী লিখলেন আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে। সাথে সাথেই একটা সমাজের প্রয়োজন আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

সব কবিতাই কবিতা নয়। সব কবিতা মানুষের মন ছুঁয়ে যেতে পারে না। সারাজীবন অনেক অনেক কবিতা বা গান বা সাহিত্য রচনা করেও সকলে কবি বা সাহিত্যিক বা শিল্পীর মর্যাদা লাভ করতে পারেন না। কবি গাছলতাফুলপাখিমানুষ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলোকন করেন এবং মনের মাধুরী মিশিয়ে শৈল্পিকভাবে তা তুলে ধরেন। সমাজের মধ্যে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা, অসংগতি শিল্পসম্মতভাবে যিনি স্পষ্ট উচ্চারণে তুলে আনেন, তিনিই হয়ে ওঠেন মানুষের কবি, সমাজের কবি, প্রতিবাদের কবি, ভালোবাসার কবি, মানবতার কবি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কবিতা লেখার জন্য জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে। তাঁর অনেক বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তিনি শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টি করেননি, সমাজের অসংগতিকে তুলে ধরেছেন শৈল্পিকভাবে। সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণেই তাঁর কলম কখনো থামেনি।

এক সময় কবিতা সৃষ্টি করতে কবিকে ছন্দ অলংকার অন্তমিল পর্বমিল রূপক উপমা তুলনার সম্মিলন ঘটাতে হতো। এরপর এলো গদ্য কবিতার যুগ। কবি সুকান্ত গদ্য কবিতার মধ্য দিয়ে সমাজের যে চিত্র এঁকেছেন তা আজও খেটেখাওয়া বঞ্চিত সাধারণ মানুষের প্রাণের কথা। তিনি লিখলেন আমি যেন সেই বাতিওয়ালা যে রাজ পথে পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য, নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার অথবা শোন রে মালিক, শোন রে মজুদদার! তোদের প্রাসাদে জমা হলো কত মৃত মানুষের হাড় হিসাব কি দিবি তার? সুকান্তের এসব কবিতা নিছক কোনো স্লোগান নয়। এগুলো মানুষের আকাক্সক্ষার শিল্পময় প্রতিফলন।

কবি জীবনানন্দ দেখালেন কত সাবলীল ও শক্তিশালী হতে পারে গদ্য কবিতা। তিনি লিখলেন হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছিপৃথিবীর পথে সিংহল সমুদ্র থেকে নিশিথের অন্ধকারে মালয় সাগরে... চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন আমারে দুদন্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন। গদ্য কবিতায় কেবলমাত্র অন্তমিলের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া কবিতা শিল্পের আর সবকিছুই লেখককে অনুসরণ করতে হয়। কবিতার ক্ষেত্রে সংখ্যাগতভাবে নয়, জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পসম্মত কবিতাই কবিকে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখে। ব্রিটিশ সরকার যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আটক করেন তখন নজরুল লিখলেন ‘কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙ্গে ফেল র্ক রে লোপাট... লাথি মার ভাঙরে তালাযত সব বন্দীশালায় আগুন জ্বালাআগুন জ্বালাফেল উপাড়ি। শামসুর রাহমান স্বাধীনতার পর লিখলেন স্বাধীনতা তুমি এবং বাতাসে লাশের গন্ধ কবিতা। শুধু এই দু’টো কবিতাই শামসুর রাহমানকে অমর করে রাখার জন্য যথেষ্ট।

পাঠকের চিঠি

বাবুই পাখি ও বাবুই পাখির বাসা বিলুপ্তপ্রায়

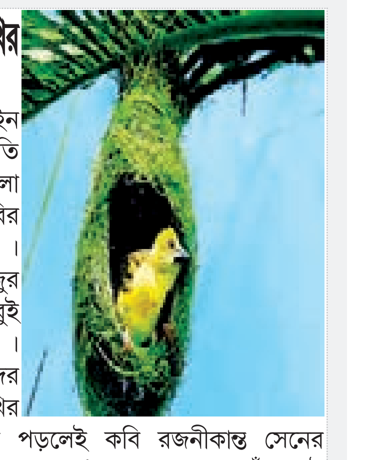

বাবুই, প্যাসারাইন গোত্রের পাখি । তাঁতি পাখি, কারিগরি পাখি বলা হয় । সুন্দর বাসা তৈরির কারিগর বাবুই পাখি । গ্রামেগঞ্জে তালগাছ, খেজুর গাছ, নারকেল গাছে বাবুই পাখিরা বাসা বাঁধতো । তালগাছে বাবুই পাখিদের বাসা দেখে ও বাবুই পাখির কিচিরমিচির ডাক কানে পড়লেই কবি রজনীকান্ত সেনের কালজয়ী কবিতা ‘স্বাধীনতার সুখ’ মনে পড়ে । তাঁর সেই কবিতার পংক্তি বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা ‘পরে, তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে । বাবুই হাসিয়া কহে সন্দেহ কি তায় ? কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায় পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা, নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা । সুতরাং কবির কবিতা রয়েছে কিন্তু কালের বিবর্তনে বাবুই পাখি ও বাবুই পাখির বাসা বিরল হচ্ছে দিনকে দিন । সুন্দর শিল্পকর্মে দৃষ্টিনন্দন ঝুলন্ত বাসা তৈরিতে বাবুই পাখি বিখ্যাত কারিগর । বাবুই পাখির বাসা উপুড় করা কলসির মত এক শিল্পকর্ম । এই বাসা টেনে ছেঁড়া খুবই অসম্ভব । বাবুই পাখির বাসা মানুষের মনকে আনন্দিত করে ও সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করে । বাবুই পাখির বাসা এখন স্মৃতি । বাবুই পাখির কিচিরমিচির ডাকে মুখরিত হয় গ্রামীণ জনপদ । কালের বিবর্তনে কীটনাশকের ব্যবহার, শিকারিদের উপদ্রব, জলবায়ুর পরিবর্তন, মোবাইল টাওয়ারের ক্ষতিকারক প্রভাব এমনি তালগাছ, খেজুর গাছ, নারকেল গাছের কমতির কারণে বাবুই পাখি ও বাবুই পাখির বাসা বিলুপ্ত হচ্ছে ।

মুন্সি দরুদ, বীরভূম পুলিশ লাইনস্, সিউড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মনিপুরের দুই মহিলার বিবস্ত্র কান্ডের পাশাপাশি রাজস্থান পশ্চিমবঙ্গ ছত্রিশগড়ে সংগঠিত নারী নির্যাতনের ঘটনার বিরুদ্ধে রাজ্যপালের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মারকপত্র প্রদান এবিভিপির

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সারা দেশ তথা বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী মনিপুরের ভয়াবহ এবং লজ্জাজনক বিবস্ত্র কান্ড ঘিরে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এবার এক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। ছাত্র সংগঠনটির একটি প্রতিনিধি দল অসমের রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রদান করেছে। মূলত মনিপুর সহ রাজস্থান পশ্চিমবঙ্গ ছত্রিশগড়ে সংগঠিত নারী নির্যাতনের ঘটনার বিরুদ্ধে এই স্মারকপত্র প্রদান করেছে এবিভিপি।

প্রসঙ্গত মনিপুরের দুই মহিলার বিবস্ত্র কান্ডের বিরুদ্ধে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের রাজনৈতিক নেতারা সরব হয়ে ওঠে এই ঘটনার নিন্দা জানানোর পাশাপাশি বলিউডের একাংশ বলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রীয় এক্ষেত্রে নিন্দা মূলক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তবে যেহেতু তবে মণিপুরে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে ফলে কংগ্রেস সহ প্রতিটি বিরোধী রাজনৈতিক দল এক্ষেত্রে ব্যাপক সক্রিয় হয়ে উঠা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে নারী নির্যাতন ঘটনা কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলোতে সংঘটিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন। এমনকি কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান ছত্রিশগড় কিংবা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় উত্তর পূর্বে বিশেষ করে মনিপুর নাগাল্যান্ড অরুণাচল প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে কম সংখ্যায় নারী নির্যাতন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

এবার মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য অনুযায়ী অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ মনিপুরের বিবস্ত্র কান্ডের পাশাপাশি রাজস্থান পশ্চিমবঙ্গ ছত্রিশগড়ে সংগঠিত নারী নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ছাত্র সংগঠনটি নারীর বিরুদ্ধে সংগঠিত যেকোনো ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়েছে। তাছাড়া এই ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে উচিত তদন্তের দাবী জানিয়ে অসমের রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রদান করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। শনিবার ছাত্র সংগঠনটির সাতজনের প্রতিনিধি দল রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন রাজ্যের সংগঠিত নারী নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা মামলার শুনানি সোমবার অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার

অসমের ১০ জন রাজনৈতিক নেতা ঐক্যবদ্ধভাবে দাখিল করেছেন রিট পিটিশন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ একদিকে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্যে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অসমের একাংশ রাজনৈতিক নেতা বিশেষ করে বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন। এরই মধ্যে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রাজ্যের ১০ জন রাজনৈতিক নেতা ঐক্যবদ্ধভাবে সুপ্রিম কোর্ট রিট পিটিশন দাখিল করেছেন। ফলে নির্বাচন কমিশনের ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা মামলার শুনানি আগামী সোমবার সুপ্রিম কোর্টে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন বিধানসভায় কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

প্রসঙ্গত গত ১৯, ২০ এবং ২১ জুলাই তিনদিন ধরে গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ জুন প্রকাশিত হওয়া ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার খসড়ার উপর আযয়োজিত এই শুনানিতে রাজ্যের ৩১ টি জেলা থেকে বিভিন্ন দল সংগঠন এবং ব্যক্তি বিশেষের দাবি আপত্তি পরামর্শ মতামত সন্নিবিষ্ট থাকা ১২০০ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। এই শুনানি প্রক্রিয়ায় ২০ রাজনৈতিক দল মতামত দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ব্যক্তি বিশেষ হিসাবে ৬ হাজারের অধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন।

বিধানসভায় কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকীয়া জানান ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের কার্যপ্রণালীর (আর পি এ) ৮এ ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের ১০ জন রাজনৈতিক দলের নেতা ঐক্যবদ্ধভাবে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন (সিভিল) নং ৭৩৮২০২৩ দাখিল করেছেন। শনিবার এই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের মুখ্য বিচারপতিকে বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবাল জানিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া বলেন সুপ্রিমকোর্টে দাখিল করা রিট পিটিশন অনুযায়ী অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির পরিবর্তে নির্বাচন কমিশন ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে। এই প্রক্রিয়াকে এক ধরনের বিভিন্ন কারণে এক ধরনের স্বেচ্ছাচারীতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া যে সময়ে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয় নিয়ে শুনানি গ্রহণ করবে বলে নির্ধারিত রয়েছে সেটার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্বাচন কমিশন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাদের শুনানি প্রক্রিয়ার তারিখ তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে দিয়েছে বলেও অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের মুখ্য বিচারপতি সোমবার নতুন পিটিশনটি বিবেচনা করতে সম্মত হয়েছেন। তাছাড়া আগের পিটিশনের তারিখ যেটা মঙ্গলবার ২৬ জুলাই তালিকাভুক্ত ছিল সেটাও সোমবার অর্থাৎ ২৪ জুলাই হিসাবে এগিয়ে দিয়েছেন বলে জানালেন বিধানসভায় কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

জামশেদপুরের মিষ্টি ইন হোটেলে বঙ্গ সম্মেলন আয়োজন হয়

জামশেদপুর ঃ আজ ২৩ শে জুলাই,রবিবার,২০২৩ ঝাড়খন্ড রাজ্যের বাংলা ভাষীদের হারানো অধিকার প্রাপ্তি এবং সমাজের মঙ্গলার্থে রাজ্যের বাংলা অধ্যুষিত জেলার বঙ্গীয় সংস্থাদের যৌথ উপস্থিতিতে জামশেদপুরের মিষ্টি ইন হোটেলে বঙ্গ সম্মেলন আয়োজন হয় এবং সর্বসহমিতিতে প্রথম জোট সংস্থা !! বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতি !! গঠিত হলো।

বর্তমান সময়ে রাজ্যের জেলা গুলোয় অবস্থিত বঙ্গীয় সংস্থারা বিভিন্ন প্রযয়োজনীয় দাবি,প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন কিন্তু শক্তিশালী পদমর্যাদায় দায়িত্বে থাকে ক্ষমতাসীন শ্রেণী টুকরো টুকরো ভাবে দাবি - প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে এবং সংস্থারও ধৈর্য্য হারিয়ে থমকে যান এবং কষ্টের বোঝা বহন করতে হয়।

এবার থেকে জেলা ভিত্তিক সংস্থার যেমন কর্মসূচি নিচ্ছেন সেটা পূর্ণ শক্তি নিয়ে চলুক কিন্তু কোনো জেলার বিশেষ সমস্যা

বা রাজ্য স্তরিয় গুরুতর সমস্যার জন্য বাংলা ভাষীদের সংযুক্ত সমিতি বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতি সকল জেলার বঙ্গীয় সংস্থা ও লোকেদের মধ্যে সমন্বয় তৈরি জোরালো গণ আঃেদালন গড়ে তুলে অধিকার প্রাপ্তির কাজ করবে।

সর্বসম্মতিতে ঝাড়খন্ড বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতির কেন্দ্রীয় পরিচালনা সমিতি গঠিত হলো, বর্তমান সমিতি আগামীদিনে পরিচালনা সমিতির বিস্তার করে করবে।

মনোনীত পরিচালনা নিম্নলিখিত
চেয়ারম্যান - শ্রী বেণু ঠাকুর (ধানবাদ)
সভাপতি - শ্রী অচিন্তম গুপ্ত (পূর্ব সিংভূম)
কার্যকারী সভাপতি - শ্রীমতি রিনা মন্ডল (ধানবাদ)
সহসভাপতি - শ্রী পঙ্কজ তাঁ (গিরিডিহ), শ্রী উদয়ন বসু (রাঁচি), শ্রী বিপুল গুপ্ত (কোডারমা), শ্রী অপার্থিব রায় চক্রবর্তী (দেওঘর), শ্রী শঙ্কর মুখার্জি (বোকার),শ্রী গৌতম গাঙ্গুলি (সরাইকেল্লা - খারসোওয়া)
সম্পাদক - শ্রী রাজেশ রায় (পূর্ব সিংভূম)
যুগ্ম সম্পাদক - শ্রী তাপস চ্যাটার্জি (পূর্ব সিংভূম) , শ্রী দেবিশঙ্কর দত্ত (পশ্চিম সিংভূম)
কোষাধক্ষ্য - শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ সরাইকেল্লা - খারসোওয়া)

বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আলিপুরদুয়ারে পরিদর্শনে সেচ মন্ত্রী

আলিপুরদুয়ার ঃ কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছেনা ভুটানের সাথে কথা বলছেনা । ভুটান অবৈজ্ঞানিক ভাবে পাহাড় কাটছে এবং সেখান থেকে জল এসে আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তর এলাকা বন্যা কবলিত হচ্ছে । কেন্দ্রীয় সরকার ভুটানের সাথে এই বিষয়ে কথা বলছেনা । ভুটান সীমান্ত জয়ঁগাতে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে এসে একথা জানান সেচ মন্ত্রী । উত্তরের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আলিপুরদুয়ারে এসে পৌঁছলেন সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। মঙ্গলবার প্রথমেই আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের জলদাপাড়া সংলগ্ন শাল কুমারের সিসামারা নদীর বাঁধ পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। তারপর সেখান থেকে কালচিনি ব্লকের উদ্দেশ্যে রওনা দেন মন্ত্রী। এদিন মন্ত্রী আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্ত গোবরজদি সেতু, বাসরা নদী বাঁধ পরিদর্শন করেন। এদিন মন্ত্রী বলেন ভুটান অবৈজ্ঞানিক ভাবে পাহাড় কাটছে আর জল ভুটান পাহাড় থেকে আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রবেশ করছে ওদের কোনো পলিশি নেই ওরা জল কোথা থেকে যাবে । ভুটান একটা রাষ্ট্র ওদের সাথে কেন্দ্রীয় সরকার কথা বলতে পারে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ওদের সাথে কথা বলছেনা কোনো সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছেনা । বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন বাগডোগরায়।মঙ্গলবার বাগডোগরা রেঞ্জের অন্তর্গত জঙ্গলি বাবা মন্দির সংলগ্ন বনাঞ্চলে কার্শিয়াং ফরেস্ট ডিভিশনের তরফে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। গত ১৪ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে বনমহোৎসব কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।এরই অঙ্গ হিসেবে এদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হল।রাজ্য জুড়ে ২৫ লক্ষ চারা গাছ রোপন করা হবে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিসিএফ সমীর গজমের, ডিএফও কার্শিয়াং হরিকৃষণ পিজে, এডিএফও ভূপেন বিশ্বকর্মা, বাগডোগরা বনবিভাগের রেঞ্জার সমীরণ রাজ সহ বাগডোগরা কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, বাগডোগরা পুলিশ,বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী সহ সেনার আধিকারিকরা। সিসিএফ সমীর গজমের জানান, গোটা রাজ্যে আজকের দিনে ২৫লক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন হচ্ছে।সকলের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি করা হচ্ছে।

পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে পার্লামেন্টে আওয়াজ তুলবেন অনন্ত মহারাজ

কোচবিহার ঃ সংসদ হিসেবে কোচবিহার জেলায় সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে পার্লামেন্টে আওয়াজ তুলবেন অনন্ত মহারাজ। আজ নিউ কোচবিহার স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে এমনই বার্তা দিলেন অনন্ত মহারাজ। অনন্ত মহারাজ দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে কোচবিহারকে পৃথক রাজ্যের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলনের পর বিজেপির দেওয়া টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর পৃথক রাজ্যের দাবির এই আন্দোলন থমকে যাবে বলেই মনে করেছিল রাজনৈতিক মহল। কিন্তু আজ কোচবিহারে ফিরেই অনন্ত মহারাজ যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তার এই প্রতিক্রিয়ায় পরিষ্কার রাজ্যসভার সার্থক হলেও তার আন্দোলন থেকে সরে যাচ্ছেন না অনন্ত মহারাজ।

বিধবা মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে গভীর রাতে এক বিধবা মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। এমন কি এই ধর্ষণের ঘটনার পর বিষয়টি কাউকে জানালে ওই মহিলাকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু নির্যাতিতা ওই মহিলা অবশেষে সোমবার রাতে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন । অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশ অভিযুক্ত যুবক নাসিম শেখকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার মৌলপুর বাঁশহাটটি এলাকায় । মঙ্গলবার ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। যদিও এদিন আদালতে যাওয়ার পথে ওই যুবক জানিয়েছে, তাকে ওই মহিলা বিয়ে করার জন্য ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। এই ধরনের কোনো ঘটনাই সে ঘটায়নি। এদিকে নির্যাতিতা ওই মহিলা পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, তার স্বামী মনিরুল শেখ, গত এক বছর আগে মারা যায়। তাদের দুই নাবালক সন্তান রয়েছে। কিন্তু কয়েক মাস ধরে প্রতিবেশী ওই যুবক নাসিম শেখ তাকে কুনজরে দেখত। রাস্তাঘাটে একা পেলেই কটুক্তি করতো। গত ৩ জুলাই রাতে যখন তার দুই নাবালক সন্তান ঘুমিয়ে ছিল, সেই সময় কৌশলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে নাসিম শেখ। এরপর তার মুখ বেঁধে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ । এই ঘটনার পর পুলিশকে জানালে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়। এরপরে আরো বেশ কয়েকবার ওই যুবক তাকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। দিনের পর দিন নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অবশেষে ওই মহিলা পুরাতন মালদা থানা পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুরাতন মালদা থানা পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্ত নাসিম শেখ নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শিক্ষকেরা এখন শুধু প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চান

ঢাকা ঃ জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনে থাকা এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষকেরা এখন শুধু পাঁচ মিনিটের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চান। হাসিনা যা বলবেন তা মেনে নিয়ে শিক্ষকেরা বাড়ি চলে যাবেন বলে জানায় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি। গত ১১ জুলাই থেকে এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষকেরা তাদের জাতীয়করণ বা সরকারি করার দাবীতে ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রেসক্লাবের সামনে শিক্ষকরা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করেই অবস্থান করছেন। কয়েকজন শিক্ষক টানা অবস্থানের কারণে অসুস্থও হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সরকারের দিক থেকে দাবি মানার ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক সাড়া মিলছে না। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপুমনি জানিয়ে দিয়েছেন নির্বাচনের আগে তাদের দাবিদাওয়া বিবেচনায় নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই আন্দোলনরত শিক্ষকেরা এখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান। সেটা না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেছেন।

বাংলাদেশে মোট মোট ২০ হাজারের মতো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬৮৪টি সরকারি। বাকিগুলো এমপিওভুক্ত। তাদের মূল বেতনও সরকার দেয়। মাধ্যমিক স্তরের স্কুলের ৯৬ ভাগেরও বেশি বেসরকারি এমপিওভুক্ত। আর তাদের শিক্ষক সংখ্যা তিন লাখেরও বেশি। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মূল বেতন সরকার দেয়। কিন্তু তাদের কথায়, মূল বেতন সরকার দিলেও বাড়ি ভাড়া দেয়া হয় মাসিক মাত্র এক হাজার টাকা। উৎসব ভাতা দেয়া হয় মূল বেতনের শতকরা ২৫ ভাগ। চিকিৎসা ভাতা দেয়া হয় মাসে মাত্র ৫০০ টাকা। পেনশন নেই। আর কল্যাণ তহবিলের নামে মূল বেতনের শতকরা ১০ ভাগ কেটে রাখা হয়। কিন্তু অবসরের পর সেই টাকাও ঠিকমত শিক্ষকরা পান না। তারা আরো বলেন, এমপিওভুক্ত একজন শিক্ষককে চাকরির শুরুতে মূল বেতন দেয়া হয় ১২ হাজার ৫০০ টাকা। আর সরকারি শিক্ষককে দেয়া হয় ১৬ হাজার টাকা। এখানেও বৈষম্য। এখন যে বাজার দর তাতে এই বেতনে আমাদের জন্য টিক থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির(বিটিএ) সাধারণ সম্পাদক শেখ কাওসার আহমেদ বলেন, আমরা শুধু শিক্ষক নয়, মাধ্যমিক স্কুল এবং ছাত্র সবই জাতীয়করণের দাবি করছি। সরকারি স্কুলে শিক্ষার্থীরা ২০ টাকা বেতনে পড়তে পারে। কিন্তু বেসরকারি স্কুলে মাসে পাঁচ হাজার টাকাও বেতন আছে। আমরা চাই শিক্ষার বৈষম্য দূর হোক। আমরা একই ক্যারিকুলাম পড়াই। মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে গেলে পুরোটাই আমাদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমরা বৈষম্যের শিকার। আন্দোলন শুরুর পর আঃেদালনকারী শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এবং শিক্ষামন্ত্রী দুই দফা বৈঠক করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী বৈঠকে জানিয়েছেন নির্বাচনের আগে তাদের দাবী বিবেচনায় নেয়া সম্ভব নয়। জাতীয় নির্বাচনের পর দেখা যাবে। তিনি বলেছেন, যারা আঃেদালন করেছেন তারা এমপিওভুক্ত। তারা আগে বেসরকারি ছিলেন। গত সাড়ে চার বছরে সাড়ে পাঁচ হাজার মাধ্যমিক স্কুল এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এখন তারাই জাতীয়করণ বা সরকারি হতে চাইছে। কিন্তু এটা অনেক জটিল কারণ এখানে যোগ্যতার প্রশ্ন আছে। এখানে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভিন্নতা আছে। শিক্ষার মান নিয়ে কথা আছে। সবার যোগ্যতা এক নয়। যারা শিক্ষা ক্যাডারের তারা নন ক্যাডারের সঙ্গে এক জায়গায় আসবেন কি না। তাই দুইটি কমিটি করা হয়েছে পুরো বিষয়টি নিয়ে কাজ করার জন্য। তারা দেখবেন কীভাবে কী করা যায়। তবে এতে অনেক সময় লাগবে। তিনি আরো বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় সরকারের খরচের দিকটাও দেখতে হবে। অভিযোগ উঠেছে যে নির্বানের আগে সরকারকে চাপে ফেলে শিক্ষকরা দাবি আদায় করতে চাইছে। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারী শিক্ষকরা এখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকশেখ কাওসার আহমেদ বলেন, আমরা আসলে আরো আগে থেকেই আন্দোলন করছি। আন্দোলন চলতে চলতে নির্বাচন চলে এসেছে। আমাদের মাথায় নির্বাচন নাই। আমরা আমাদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। আমরা প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টার সঙ্গেও দেখা করেছি। এখন আমরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও। তিনি যা বলবেন আমরা তা মেনে নিয়ে বাড়ি চলে যাবো। তা না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাবো। তবে শিক্ষকদের আরেকাট সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (বাশিস) আন্দোলন প্রত্যাহার করেছে। বাশিস-এর সভাপতি নজরুল ইসলাম রনি বলেন, আমাদের দাবি দাওয়া যৌক্তিক। আমরা বৈষম্যের শিকার। এটা নিয়ে আগেও আন্দোলন করেছি। কিন্তু আমাদের যে দাবি তা এক সঙ্গে পূরণ হবেনা। অনেক সময় লাগবে। ধাপে ধাপে করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী দুইটি কমিটি করেছেন। তারা দেখুক।আর প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা কবির বিন আনোয়ারের সঙ্গে আমরা দেখা করেছি। তিনিও বলেছেন নির্বাচনের পরে যে সরকার আসবে তারা দেখবে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী তো দেশের বাইরে(ইটালি) চলে গেছেন। তাই এখন আর আন্দোলনে থেকে লাভ দেখছিনা।

পোর্ট অব স্পেনের পিচ ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের মতো

ত্রিনিদাদ (ওয়েবডেস্ক) ঃ একদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ভারতের দ্বিতীয় টেস্টের পিচ, অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিম টেমপ্লেটের বহুল জনপ্রিয় এক সময়ের ব্রাউজার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার দুটোর মধ্যে মিল কোথায়? অবশ্য ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার সম্পর্কিত মিম দেখে থাকলে আপনার এতক্ষণে বুঝে যাওয়ার কথা সেটি।

সাবেক ভারতীয় ওপেনার ওয়াসিম জাফর ত্রিনিদাদের পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভালের উইকেটকে তুলনা করেছেন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের সঙ্গে। তাঁর মতে, দুটিই 'স্লো' বা ধীরগতির।

ডমিনিকায় প্রথম টেস্ট জিতে এগিয়ে থাকা ভারত এ টেস্টে নেমেছে সিরিজ জয়ের আশায়। তবে কাজটি সহজ হচ্ছে না মোটেও। ধীরগতির উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলছেও বেশ রক্ষণাত্মক স্টাইলে।

প্রথম ইনিংসে ১২৮ ওভারে ৪৩৮ রান তোলে ভারত, বিরাট কোহলি করেন সেঞ্চুরি। ইনিংসে ভারতের রান রেট ছিল ৩.৪২। তবে প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস এগোচ্ছে শম্বুকগতিতেই। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৮ উইকেট হারিয়ে স্বাগতিকেরা তুলেছিল ২৪৪ রান। তবে এ রান তুলতে তারা খেলে ফেলেছে ১১২ ওভার! মানে ওভারপ্রতি উঠেছে মাত্র ২.১৮ হারে রান। প্রথম তিন দিনেও শেষ হয়নি দুই ইনিংস। উইকেটে গতির সহায়তা নেই বলে বোলারদের জন্যও কাজটি হয়ে পড়েছে বেশ কঠিন। গতকাল ৫ উইকেটে ২২৯ রান নিয়ে দিন শুরু করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আজ সকালেই অবশ্য ৪ ওভারের মধ্যে ভারত তুলে নিয়েছে ৩ উইকেট। তবে ফলোঅন এড়িয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ফলে ড্রয়ের সম্ভাবনা আরও বেড়েছে এ ম্যাচে। টুইটারে বেশ 'রসিক' বলে পরিচিত জাফর গতকাল কুইন্স পার্ক ওভালের উইকেটকে খোঁচা দিয়েছেন এভাবে, এ পিচ হচ্ছে ক্রিকেট পিচের ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার।

ভারতের বোলিং কোচ পরশ মামব্রে সমালোচনা করেছেন ক্যারিবীয়দের ধীরগতির ব্যাটিংকেও। তিনি বলেন, 'এ পিচ বেশ ধীরগতির, ব্যাটিংয়ের জন্য সহজ। শেষ দিকে টার্ন করাও শুরু করেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বেশ রক্ষণাত্মক ছিল ব্যাটিংয়ে। শট খেলতে উদ্যত হলে উইকেট পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়, তবে তারা চেষ্টাও করেনি।' পাশাপাশি নিজের বোলারদেরও বেশ প্রশংসা করেন তিনি, 'আমরা বেশ ভালো ছিলাম। বোলারদের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা, সেটিই করেছে তারা।' টেস্ট ম্যাচের জন্য এমন উইকেট মোটেও ভালো নয়, সেটিও মনে করিয়ে দিয়েছেন মামব্রে, 'আগে তাদের প্রথম ইনিংসে অলআউট করাল লক্ষ্য আমাদের, এরপর দেখা যাবে। অবশ্যই এ উইকেটে বোলারদের অনেক খাটতে হবে। তবে এতটা ফ্ল্যাট হওয়া উচিত নয়। এটা বিনোদনদায়ী নয়, আপনি তো টেস্টে ফল দেখতে চাইবেন।' এ সিরিজ দিয়েই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্র শুরু করেছে শেষ আসরের রানার্সআপ ভারত।

ইংল্যান্ডের স্থানীয় ক্রিকেটার হিসেবে কাউন্টি খেলবেন আমির

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ মোহাম্মদ আমির তো বটেই, তাঁর মাবাবারও জন্ম, বেড়ে ওঠা পাকিস্তানে। তবে বৈবাহিক সূত্রে ইংল্যান্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আছে। ব্রিটিশ নাগরিক নারজিস খানকে বিয়ে করেছেন আমির। এবার সেই সূত্রে ব্রিটিশ নাগরিকত্বও পেতে যাচ্ছেন ৩১ বছর বয়সী এই বাঁহাতি পেসার। আর সেটা হলেই স্থানীয় ক্রিকেটার হিসেবে ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেটে খেলতে পারবেন আমির। যুক্তরাজ্যের দ্য টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, সামনের মৌসুমেই স্থানীয় খেলোয়াড় হিসেবে ডার্বিশায়ারে যোগ দিতে যাচ্ছেন পাকিস্তানের সাবেক এই ক্রিকেটার। ডার্বিশায়ারের প্রধান কোচের দায়িত্বে আছেন মিকি আর্থার, যিনি পাকিস্তানের ক্রিকেট ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করছেন। আর্থারের আগ্রহেই ডার্বিশায়ারের অংশ হচ্ছেন আমির। ২০১০ সালে ইংল্যান্ডে খেলতে গিয়ে স্পট ফিক্সিংয়ে জড়িয়ে কারাগারে ছিলেন আমির। ওই সময় আইনজীবী হিসেবে কাজ করা নারজিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। একপর্যায়ে দুজন বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। ফিক্সিংয়ের দায়ে পাঁচ বছর নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ২০১৬ সালে পাকিস্তানের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন আমির। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে তখনকার বোর্ড ও কোচিং স্টাফের সদস্যদের দ্বারা 'মানসিক অত্যাচারে'র অভিযোগ এনে তিনি অবসরের ঘোষণা দেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেও নিয়মিতই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট খেলে চলেছেন আমির। ইংল্যান্ডের ঘরোয়ায় এসেক্স ও গ্লুস্টারশায়ারের হয়েও খেলেছেন। এরই মধ্যে ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য তিনি আবেদন করেছেন। নির্ধারিত শর্ত পূরণ হলে সেটা পেয়েও যাওয়ার কথা। এ মাসের শুরুর দিকে এক সাক্ষাৎকারে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ও ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছিলেন আমির। ওই সময় তাঁর জবাব ছিল, 'আমি ইংল্যান্ডের হয়ে খেলব না। কারণ, পাকিস্তানের হয়ে খেলেছি।' পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার আজহার মেহমুদ ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নেওয়ার পর আইপিএলে তিন মৌসুম খেলেছিলেন। আমিরও ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নেওয়ার পর আইপিএলে খেলবেন কি না প্রশ্নে বলেছিলেন, 'এখনো এক বছর বাকি আছে।

এমবাপ্পে সমস্যার দ্রুত সমাধান চান পিএসজি অধিনায়ক

প্যারিস ঃ খুব দ্রুতই সমস্যার সমাধান চান মার্কিনিওস!

পিএসজির অধিনায়ক যে সমস্যাটার কথা বলছেন, সেটি পিএসজিকে ভালোই ভোগাচ্ছে। দলের সেরা খেলোয়াড় কিলিয়ান এমবাপ্পের ভবিষ্যৎ কী, সেটি এখনো নিশ্চিত নয়। অধিনায়ক মার্কিনিওস এখন চান এমবাপ্পে সমস্যার দ্রুত সমাধান। তবে তাঁর জায়গা থেকে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার শুধু ভালো কিছুর আশাই করতে পারেন।

পিএসজির প্রাক্‌মৌসুম সফর শুরু হচ্ছে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায়। এরই মধ্যে জাপানের ওসাকাতে পৌঁছেছে পিএসজি। কিন্তু ২৯ জনের দলে নেই ফরাসি তারকা। ধারণা করা হচ্ছে, চুক্তি সমস্যার সমাধান না হওয়ায় পিএসজি এমবাপ্পেকে প্রাক্‌মৌসুম সফরে রাখেনি। কিন্তু এভাবে কত দিন! অধিনায়ক মার্কিনিওসের আশা সমস্যাটির দ্রুত সমাধান, 'সে আমাদের দলের সেরা খেলোয়াড়দের একজন। কিন্তু তাকে নিয়ে যে সমস্যা, সেটির সমাধান আমাদের হাতে নেই। এটা ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাতে।' ওসাকাতে নেমেই সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে এমনটাই বলেছেন পিএসজি অধিনায়ক।

মার্কিনিওস তাঁর মন্তব্যের মাধ্যমেই স্বীকার করেছেন, ব্যাপারটা পুরোপুরি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত। তবে এমবাপ্পের মতো একজন খেলোয়াড়ের চুক্তি নিয়ে যে সমস্যা, সেটি যে ক্লাবের অন্য খেলোয়াড়দের মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটছে, সেটিই প্রকারান্তরে জানিয়ে রাখলেন পিএসজির অধিনায়ক, 'এমনকি জাপানেও এমবাপ্পেকে নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে।'

পিএসজির অধিনায়ক যখন সংবাদকর্মীদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, তখন তাঁর পাশে ছিলেন নতুন নিয়োগ পাওয়া কোচ লুইস এনরিকে। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনো কথা বলেননি। তাঁকে এমবাপ্পেকে নিয়ে কিছু বলতে বলা হলেও স্প্যানিশ কোচ তা এড়িয়ে যান।

এদিকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমও জানিয়েছে, এমবাপ্পে এখন পিএসজির কাছে 'বিক্রির জন্য প্রযোজ্য'। সে কারণেই প্রাক্‌মৌসুমে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া সফর থেকে তাঁকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্যাটার শুরু গত মাসে। এমবাপ্পে হঠাৎ পিএসজিকে জানিয়ে দেন ২০২৪ সালে পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি ক্লাব ছাড়তে চান। অর্থাৎ তিনি পিএসজি ছাড়তে চান 'ফ্রি এজেন্ট' হিসেবেই। যে খেলোয়াড়ের পেছনে এত বিনিয়োগ, সে খেলোয়াড়ই যদি ফ্রি এজেন্ট হিসেবে চলে যান, তাহলে ক্লাবের কী লাভ? এমন চিন্তা থেকেই পিএসজি তাঁকে চুক্তির মেয়াদের মধ্যেই বিক্রি করে দিতে চায়, যেন কিছু টাকা ঘরে আসে।

এই এমবাপ্পেই ২০২২ সালে রিয়াল মাদ্রিদে চলে যেতে চেয়েছিলেন। তখন তাঁকে রেখে দেওয়ার জন্য সম্ভব সবকিছুই করেছে পিএসজি। একেবারে 'ব্ল্যাংক চেক' দিয়ে রেখে দেওয়া খেলোয়াড়কে 'ফ্রি এজেন্ট' হিসেবে কিছুতেই ক্লাব ছাড়তে দিতে চায় না পিএসজি। এই অচলাবস্থার নতুন অধ্যায়ও শুরু হয়ে গেছে। পিএসজি এমবাপ্পেকে ১০ বছরের এক অবিশ্বাস্য চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে। ১০ বছরে ১০০ কোটি ইউরোর প্রস্তাব ফরাসি তারকা মেনে নেবেন কি না, সেটি এখনো জানা যায়নি। তাঁকে সৌদি আরব থেকেও বড় অঙ্কের একটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

সেই রোমহর্ষক ডাকাতির ঘটনার বর্ণনা দিলেন দোন্নারুম্মা

প্যারিস ঃ প্রাক্‌মৌসুম প্রস্তুতি নিতে পিএসজির জাপান যাত্রার আগের দিন ঘটেছিল এই ঘটনা। প্রেমিকাসহ পিএসজি গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মাকে বেঁধে রেখে হয়েছে ভয়াবহ এক ডাকাতি। শুক্রবার ভোররাতে ইতালিয়ান এই গোলরক্ষকের প্যারিসের বাসায় হানা দেয় ডাকাত দল। সেদিন ডাকাতেরা গয়না, ঘড়ি ও চামড়ার তৈরি বিলাসবহুল পণ্য নিয়ে যায়।

সব মিলিয়ে দোন্নারুম্মা পরিবারের ক্ষতি হয়েছে ৫ লাখ ইউরোর মতো, মুদ্রায় যা প্রায় ৬ কোটি ৪ লাখ টাকা। দোন্নারুম্মার বাসায় ডাকাতির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'অ্যাকচু১৭'। এবার সেই 'রোমহর্ষক' ঘটনার বর্ণনা দিলেন দোন্নারুম্মা নিজেই।

সেদিন ঘটনার পর ডাকাতদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েই পার্শ্ববর্তী এক হোটেলে আশ্রয় নেন দোন্নারুম্মা ও তাঁর প্রেমিকা আলেসিয়া এলিফান্তে। হোটেলকর্মীরা ঘটনা জানার পর অ্যালার্ম বাজান। এরপর দোন্নারুম্মা ও এলিফান্তেকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নেওয়া হয়। ইতালিয়ান সংবাদপত্র লিবেরোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দোন্নারুম্মা সেই রোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, 'আকস্মিকভাবে রাত তিনটায় আপনার ঘরে যখন কিছু (অপরিচিত) মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাবেন, এর চেয়ে খারাপ অনুভূতি আর হয় না। আমি নিশ্চল হয়ে ছিলাম এবং আলেসিয়াকে (এলিফান্তেকে) বাধ্য করা হয় মূল্যবান সামগ্রী তাদের হাতে তুলে দিতে। যেহেতু তদন্ত চলছে, আমি এর চেয়ে বিস্তারিত বলতে পারছি না।' ভাষাগত সমস্যার কারণে ডাকাতদের সঙ্গে কথা বলতে সমস্যা হচ্ছিল দোন্নারুম্মার। সে সময় বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কাও করছিলেন। এলিফান্তে এখনো আতঙ্ক থেকে বের হতে পারেননি বলেও মন্তব্য করেছেন দোন্নারুম্মা। নিজেদের সেই ভয়াল অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে পিএসজি গোলরক্ষক আরও বলেছেন, 'আমি শক্তিহীন ছিলাম। আমাকে বেঁধে ফেলা হয়েছিল, কিছুই করতে পারছিলাম না। আর আমি ভালোভাবে ফ্রেঞ্চ বলতে পারি না। তাই তাদেরকে বোঝাতে পারছিলাম না কোথায় কী আছে। আলেসিয়া আরও বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তখন পরিস্থিতি বেশ আতঙ্কজনক ছিল। বিশেষ করে ওর জন্য। এই ভয়টা ছিল যে তারা আলেসিয়াকে আঘাত করতে পারে।'

পিএসজি খেলোয়াড়দের বাড়িতে চুরি ও ডাকাতির ঘটনা অবশ্য নতুন কিছু নয়। এর আগে নেইমার, আনহেল দি মারিয়া, মার্কিনিওস, থিয়াগো সিলভা, মাউরো ইকার্দি, দানি আলভেস, প্রেসনেল কিম্পেম্বে, এরিক ম্যাক্সিম চুপো-মোটিংরা প্যারিসের বাড়িতে ডাকাতির শিকার হয়েছেন।

ইতালিকে ২০২০ ইউরো জেতাতে বড় অবদান রেখেছিলেন দোন্নারুম্মা। পেয়েছিলেন আসরের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি। এরপরই তাঁকে এসি মিলান থেকে নিয়ে আসে পিএসজি। ক্লাবটির সঙ্গে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি আছে তাঁর। যদিও এবারের গ্রীষ্মকালীন দলবদলেই ২৪ বছর বয়সী গোলরক্ষকের প্যারিস ছাড়ার জোর গুঞ্জন চলছে।

বাংলাদেশে রপ্তানির বড় উৎস হতে পারে 'সফটশেল' কাঁকড়া

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশ থেকে এই মূহুর্তে বিদেশে রপ্তানি করা মংস্য সম্পদের মধ্যে চিংড়ির পরই সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় পণ্য হচ্ছে কাঁকড়া। এর মধ্যে কাঁকড়ার শক্ত খোলসের মধ্যে নরম খোসার কাঁকড়া, যাকে সফটশেল কাঁকড়া বলে তার চাহিদা বিদেশে বাড়ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশে যেসব জেলায় সফটশেল কাঁকড়া উৎপাদিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাতক্ষীরা জেলা। এই জেলার মংস্য কর্মকর্তা আনিছুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, জুন অগাস্ট মাসে বিশেষ করে সফটশেল কাঁকড়ার চাহিদা বিদেশে বেশি থাকে।

সফটশেল কাঁকড়া যেটা এটারই বেশি চাহিদা এখন। বছরে এটাই প্রায় দুই হাজার মেট্রিক টনের মতো উৎপাদিত হয়, বলেছেন মি. রহমান।

এমনকি কাঁকড়া যেটা হার্ড থাকে সেটা খাওয়াটা বেশ কষ্টকর। আর এটার যেহেতু শেল থাকে না, সফট হয়ে যায় পুরো বডিটা, তাই যেকোন বয়সের মানুষ এটা খেতে পারে, বলেন তিনি।

খুলনা বিভাগীয় মংস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরের কর্মকর্তা লিপ্টন সর্দার বলেন, সফটশেল কাঁকড়ার রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে। গত চার বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের সফটশেল কাঁকড়ার রপ্তানি উর্ধ্বমুখী রয়েছে।

মংস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মি. সর্দার জানান, সফটশেল কাঁকড়া ফ্রোজেন অবস্থায় রপ্তানি করা হয়।

গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে শুধু খুলনা অঞ্চল থেকে ৬২২ মেট্রিকটন সফটশেল কাঁকড়া রপ্তানি করা হয়েছে। এ খাতে আয় হয়েছে ৮৬ লাখ ৯৮৮মার্কিন ডলার।

মূলত যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, ইউরোপিয় ইউনিয়নভূক্ত কয়েকটি দেশ এবং সিঙ্গাপুরে সফটশেষ কাঁকড়া রপ্তানি করা হয়।

মংস্যখাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই খাতকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হলে এবং এ খাতের সমস্যাগুলো সমাধান করা গেলে কাঁকড়া রপ্তানি থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে আড়াই থেকে তিন লাখ মানুষ কাঁকড়া চাষ ও বাজারজাতকরণের সাথে যুক্ত আছেন।

সাতক্ষীরা জেলার মংস অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, শুধু এই জেলাটিতেই ৩০ হাজার মানুষ কাঁকড়া চাষের সাথে জড়িত।

'সফটশেল' কাঁকড়া কী?

কৃষি তথ্য সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মিঠা ও লবণাক্ত জল মিলে মোট ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া রয়েছে। তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয় ম্যাডক্র্যাব বা শিলা কাঁকড়া। এটির ওজন সর্বোচ্চ সাড়ে তিন কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত এই শিলা কাঁকড়া তার জীবদ্দশায় ১৪-১৬ বার খোলস বদল করে থাকে। খোলস বদল করার সময় তিন ঘণ্টার বেশি সময় এটির দেহ খোলসহীন অবস্থায় পাতলা আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। তখন এটিকে রপ্তানীর জন্য তুলে ফেলা হয়। নরম এই কাঁকড়াকেই বলা হয় 'সফটশেল' কাঁকড়া।

জেলা মংস্য কর্মকর্তা মো. আনিছুর রহমান বলেন, 'সফটশেল' কাঁকড়া চাষের ক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টা পরপরই দেখতে হয় যে কাঁকড়া খোলস পাল্টেছে কিনা। তাই এই কাঁকড়া চাষের সাথে সাতক্ষীরার শ্যামনগর ও এর আশপাশের অনেক নারী জড়িত। তাদের শ্রম পুরুষদের তুলনায় সস্তা হওয়ার কারণে এই শিল্পে তাদের অংশগ্রহণ বেশি।

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশ থেকে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন ডলারের কাঁকড়া রপ্তানি করা হয়েছিল। এর মধ্যে শক্ত খোলসের কাঁকড়াও রয়েছে।

শক্ত খোলসের কাঁকড়ার প্রধান বাজার চীন। সেখানে এই কাঁকড়া জীবন্ত রপ্তানি করা হয়।

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মথুরাপুর গ্রামের বাসিন্দা তাপস কুমার মন্ডল শ্যামনগরের হরিনগর এলাকা থেকে কাঁকড়া ঢাকায় পাঠান। তিনি স্থানীয় ডিলারদের কাছেই কাঁকড়া বিক্রি করেন।

প্রতিদিন ৪০-৫০ কেজির মতো কাঁকড়া সংগ্রহ করেন তিনি। তবে যেদিন কাঁকড়ার দাম বেশি থাকে সেদিন বেশি পরিমাণে পাঠানোর চেষ্টা করেন। তার নিজের কাঁকড়ার ঘের রয়েছে। সেখানে কাঁকড়া মোটাতাজা করা হয়।

কাঁকড়ার দাম সম্পর্কে মি. মন্ডল বলেন, কাঁকড়ার ওজন অনুযায়ী গ্রেড ও দাম ঠিক করা হয়। ওজন যত বেশি, দামও তত বেশি।

পুরুষ কাঁকড়া ৫০০ গ্রাম ওজনের হলে ১৪০০ টাকা করে কেজি বিক্রি হয়। আর স্ত্রী কাঁকড়া ২০০ গ্রাম ওজনের হলেই সেটি ১৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা যায়।

এর চেয়ে কম ওজনের কাঁকড়া গড়ে ৮০০-৯০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয় বলেও তিনি জানান।

তবে এই দাম ওঠানামা করে বলেও জানান তিনি। সবচেয়ে কম দামে বিক্রি হয় 'রিজেক্ট' কাঁকড়া। অর্থাৎ যেগুলোর ওজন কম, হাত-পা ভেঙ্গে গেছে ইত্যাদি।

মি. মন্ডল বলেন, যেগুলো রিজেক্ট ওগুলো আমরা নেই না। আমরা শুধু ঢাকা পাঠানোর জন্য বড় কাঁকড়া নেই।

মেয়ে কাঁকড়া বড় হয়ে ডিম হলে আমরা উঠায়া বিক্রি করি, ওইটার

দাম বেশি হয় আরকি।

পাইকগাছা এলাকার কাঁকড়ার আড়ৎদার শিবপদ নাথ। তিনি জানান, স্থানীয় কাঁকড়া চাষীদের কাছ থেকে কাঁকড়া সংগ্রহ করে প্রতিদিন ১৫০ থেকে ২০০ কেজি কাঁকড়া ঢাকায় পাঠান তিনি।

কাঁকড়ার তো গ্রেড আছে, রেট আছে। বড়টার দাম ১২০০-১৩০০ টাকা কেজি রেট। তার পরেরটা আছে ৯০০টাকা। সব থেকে কম আছে ২০০ গ্রাম যেটা ৫০০টাকা কেজি। সবচেয়ে বড়টা হয় ৫০০গ্রাম-৬০০গ্রাম।

মি. নাথ জানান, পাইকগাছা বাজার যেখানে তার আড়ৎ অবস্থিত সেখান থেকে প্রতিদিন ৩-৪ টন কাঁকড়া ঢাকায় পাঠানো হয়।

চিংড়ির তুলনায় কাঁকড়ার ব্যবসায় ঝুঁকি কম বলে জানান এই ব্যবসায়ী।

তিনি বলেন, চিংড়ি যত সহজে মারা যায় কাঁকড়া তত সহজে মারা যায় না। জল ছাড়াও এটি ছয় ঘণ্টার মতো বেঁচে থাকতে পারে।

এছাড়া চিংড়ির ঘেরে একবার রোগ ছড়িয়ে পড়লে পুরো ঘেরের চিংড়ি মারা যায়। তবে কাঁকড়ায় এধরণের রোগ কম হয় এবং মরেও কম। বর্তমানে কাঁকড়ার যোগান কিছুটা কম। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ঘের ছোট হয়ে যাওয়া এবং নদ-নদী ছোট হয়ে যাওয়া।

কিভাবে হয় কাঁকড়ার চাষ?

বাগদা চিংড়ির মতোই কাঁকড়া উপকূলীয় লবণাক্ত জলেতে চাষ করা হয়। ফলে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল কাঁকড়া চাষের জন্য উপযোগী। নরম দো-আঁশ বা এঁটেল মাটিতে কাঁকড়া চাষ হয়।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে এই কাঁকড়া চাষ হয়ে থাকে।

এছাড়া উপকূলীয় কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী, বরিশাল, নোয়াখালী, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, সন্দীপ এবং সুন্দরবনের দুবলার চর এলাকায় শিলা কাঁকড়ার দেখা মেলে। তবে খুলনা এবং চকরিয়া সুন্দরবন এলাকায় এদের বেশি দেখা যায়।

সুন্দরবন সংলগ্ন শ্যামনগর উপজেলার পুরোটা জুড়েই কাঁকড়া চাষ হয়। এর মধ্যে হরিনগর, মুন্সীগঞ্জ গ্রাম, এবং নয়াদিঘির এলাকাগুলোতে বেশি পরিমাণ কাঁকড়া চাষ হয়। সাতক্ষীরা জেলার মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জেলার ৩২১ হেক্টর এলাকা জুড়ে কাঁকড়া চাষ হয়। বছরে ২০০০ মেট্রিক টনের বেশি কাঁকড়া চাষ হয় এই জেলা থেকে। নদীর মোহনা বা সাগরের জোয়ারের জলের সাথে বিভিন্ন আকারের কাঁকড়া আসে। এরমধ্যে ছোট ছোট কাঁকড়া বা কিশোর কাঁকড়া সংগ্রহ করে ঘেরে রেখে বড় করা হয়। আর বড় কাঁকড়া আসলে সেগুলো ধরে বিক্রি করা হয়।

বাণিজ্যিকভাবে পালনের ক্ষেত্রে কাঁকড়ার খাবার হিসেবে দেয়া হয়, তেলাপিয়া বা অন্য ছোট মাছ।

চিংড়ির তুলনায় কাঁকড়া চাষে সময় কম লাগে। একই সাথে কাঁকড়ার রোগ-বালাইও চিংড়ির চেয়ে কম হয়।

সাতক্ষীরা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. আনিছুর রহমান বলেন, কাঁকড়া চাষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এর পোনা।

এখনো দেশে কাঁকড়ার ডিম থেকে পোনা উৎপাদনে তেমন সাফল্য অর্জিত হয়নি। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কয়েকটি হ্যাচারী স্থাপিত হলেও সেগুলো আশানুরূপ ফল দিতে পারছে না বলে জানান তিনি।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক পোনা বা কিশোর কাঁকড়া সংগ্রহ করে তা মোটাতাজা করা হয়। এটাকেই ঘেরে কাঁকড়া চাষ বলা হয়।

কাঁকড়ার পোনা যেটাকে আমরা ক্র্যাবলেট বলি, সেটা সুন্দরবন রিজন থেকে সংগ্রহ করে। কিন্তু এখন সুন্দরবনে কনজারভেশনের জন্য পাঁচ মাস বন্ধ থাকে বছরে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি আর এদিকে জুন-জুলাই-অগাস্ট, বলেন মি. রহমান।

সাতক্ষীরা জেলার এই মৎস্য কর্মকর্তা জানান, বাংলাদেশে বর্তমানে দুই ভাবে কাঁকড়ার চাষ হচ্ছে। একটা হচ্ছে ফ্যাটেনিং বা মোটাতাজাকরণ, আর আরেকটি হচ্ছে সফট শেষ কাঁকড়া উৎপাদন।

মোটাতাজাকরণ হচ্ছে, একটি জলাশয় জাল বা প্লাস্টিক দিয়ে ঘিরে সেখানে কিশোর কাঁকড়া রেখে পালন করা হয়। এই কাঁকড়া একটি নির্দিষ্ট ওজন পর্যন্ত হলে সেটি বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

ঘেরে চাষ করা ছাড়াও হার্ডশেল বা খোসাসহ এই কাঁকড়া বিভিন্ন নদ-নদীতেও পাওয়া যায়। সেগুলো সংগ্রহ করে বিক্রি করা হয়।

আরেকটি হচ্ছে সফটশেল কাঁকড়া। এক্ষেত্রে প্লাস্টিকের বাক্সের ভেতরে চাষ করা হয়। প্রতিটি বাক্সে একটা করে ৮০ গ্রাম বা ১০০ গ্রাম ওজনের কাঁকড়া রেখে পালন করা হয়।

এই বাক্সে নিয়মিত খাবার দেয়া হয়। কাঁকড়া যেহেতু খোলস পাল্টায় তাই কাঙ্খিত ওজনের হলে খোলস পাল্টানোর সময় কাঁকড়া ধরা হয়। এসময় কাঁকড়ার খোলস না থাকায় এটি নরম হয় বলে একে সফটশেল ক্র্যাব বলা হয়।

বিদেশে এই সফটশেষ কাঁকড়ারই চাহিদা দিন দিন বাড়ছে বলে জানান মি. রহমান।

আনিছুর রহমান বলেন, এই ঘেরে অনেক মানুষ কাজ করে। প্রতি চার থেকে ছয় ঘণ্টা পর পর বাক্সগুলো চেক করে দেখা হয় যে কোন কাঁকড়া খোলস পাল্টেছে। যেটা খোলস পাল্টায় সেটা তুলে নিয়ে প্রক্রিয়াজাতকরণের কারখানায় পাঠানো হয়।

এটার যেহেতু শেল থাকে না, সফট হয়ে যায় পুরো বডিটা, তাই এর বডির বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদা করে রেস্টুরেন্টে খাওয়া হয়। এটা আমাদের দেশে চালু করা গেলেও একটা বড় বাজার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

টুকরো খবর

তোর্ষা নদীর ভাঙ্গনে ঘুম উড়েছে শোলাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দাদের!

কোচবিহার ঃউত্তরবঙ্গে লাগাতার বৃষ্টির জেরে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয় কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায়। তবে দুদিন থেকে নদীর জল স্তর কমে যাওয়ায় তোর্ষা নদীর ভয়ংকর ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের বলরামপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শোলাডাঙ্গা এলাকায়। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্ব তন্ত্রী জানান তোর্ষা নদীর ভাঙনে তিন ফসলি হাজার হাজার বিঘা কৃষি জমি নদী গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। এবং এখানে যে তিনটি নদীর বাঁধ ছিল সেই বাঁধ তিনটিও গিলে খেয়েছে তোর্ষা নদী। সামনেই রয়েছে বলরামপুর বাজার যেভাবে নদী ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে এতে তারা খুবই আতঙ্কে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আরো অভিযোগ করেন বারংবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সেচ দপ্তর ও বিডিও অফিসে জানানোর পরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আজ সেই খবর শোনা মাত্রই নদী ভাঙ্গন পরিদর্শনে আসেন কোচবিহার জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। স্থানীয়রা জানান জেলাশাসক আজ এসে তাদের আশ্বস্ত করলেন দ্রুত সেখানে পাথরের বাঁধ নির্মাণ করে দেওয়া হবে।

আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মাটিগাড়া BDO অফিসে স্বারকলিপি বিজেপির

মালদা ঃ আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দুর্নীতিগ্রস্থ, এমনি অভিযোগ তুলে ও তার পদত্যাগের দাবিতে মাটিগাড়া BDO অফিসে গিয়ে BDO কে স্বারকলিপি দিলো ভারতীয় জনতা পার্টি আঠারোখাই মণ্ডল কমিটি। মঙ্গলবার দুপুরে তাদের দাবি সম্বলিত স্বারকলিপি BDOকে তুলে দেয় সংগঠনের সদস্যরা। BJP এর অভিযোগ আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জমি সংক্রান্ত দুর্নীতিতে জড়িত রয়েছে। তার অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। এর পাশাপাশি আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতকে যাতে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের আওতায় আনা যায় তারও দাবি তোলা হয়। একইসাথে নদীভাঙ্গন রুখতে BDOকে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আবেদন করা হয়।

শিলিগুড়ি ও স্মাইল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি চারা বিতরণ করে অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন করেছে

শিলিগুড়ি ঃ চারা গাছ বিতরণের মাধ্যমে অরণ্য সপ্তাহ পালন করল শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, এদিন প্রায় ৩০০ টি চারা গাছ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয় এছাড়াও বিভিন্ন ক্লাবের৬০ জন বাচ্চাকে খেলার জার্সি এবং চারা গাছ উপহার দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দুলাল দত্ত উদ্বাস্তু ও নমঃশূদ্র সংগঠনের সদস্যরা

নকশালবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালে ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটের শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ মঙ্গলবার নকশালবাড়ি হাসপাতালে ফাঁকা জমিতে ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটের শিলান্যাস করা হয়। এদিন শিল্যানাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ তুলসী প্রামাণিক, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ নকশালবাড়ির বিডিও অরিন্দম মন্ডল সহ অন্যান্যরা। এই ইউনিটে দ্বিতল বিশিষ্ট নতুন ভবনে রক্তের পরীক্ষার জন্য ল্যাব সহ রক্ত সহ বিভিন্ন পরীক্ষা করা হবে। সভাধিপতি জানান মহকুমা পরিষদের এক বছরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রচুর কাজ হচ্ছে । ৫০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু হওয়ার পাশাপাশি ভিজিটাল এক্সরে মেশিন বসানো হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ তুলসী প্রামানিক জানান খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের পর ফাঁসিদেওয়ার এই ইউনিট কাজ শুরু হয়েছিল। এবার নকশালবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালে এই ইউনিট হচ্ছে। আগামী দিনে মাটিগাড়ায় হবে বলে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান।

লায়েন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি তরাই শক্তির পক্ষ থেকে দুস্থদের মধ্যে ছাতা চটি খাবারসহ নানা সামগ্রী বিতরণ

শিলিগুড়ি ঃ লায়েন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি তরাই শক্তির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির সূর্যসেন পার্কে সাফাই কর্মী ও দুস্থদের মধ্যে ছাতা চটি খাবারসহ নানা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি সূর্যসেন পার্কের ভেতরে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে এই এলাকার প্রচুর মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। বেশ কিছু বাড়িতে জল ঢুকে যাওয়ায় অনেক সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফলে তাদের সুবিধার্থে তাদেরকে নতুন ছাতা ছুটি ও নানা সামগ্রী তুলে দেওয়া হচ্ছে সংগঠনের পক্ষ থেকে একই সঙ্গে তাদের মধ্যাহ্নভোজন করানো হয়।

বনদপ্তর এর উদ্যোগে বনমহোৎসব উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

জলপাইগুড়ি ঃ বনদপ্তর এর উদ্যোগে বনমহোৎসব উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি জলপাইগুড়ি গভমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চত্বরে।উপস্থিত পদ্মশ্রী করিমুল হক, ডি এফ ও, এম এল এ ডক্টর পিকে বর্মা,জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষিকা সহ আরো অনেকে।

বৈকুন্ঠপুর ফরেস্ট ডিভিশনের তরফে পালিত হল বন মহোৎসব উৎসব

শিলিগুড়ি ঃ সারা রাজ্যের পাশাপাশি বৈকুন্ঠপুর ফরেস্ট ডিভিশনের তরফে পালিত হল বন মহোৎসব উৎসব। বন মহোৎসব উৎসবের অঙ্গ হিসেবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হল ফারাবাড়িতে

মঙ্গলবার ওই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান মুখ্য বনপাল উজ্জ্বল ঘোষ, মুখ্য বনপাল রাজেন্দ্র জাখর, ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার অয়ন ঘোষ, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যান্যরা। এদিন ফাড়াবাড়ি প্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন বনাঞ্চলে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে বন মহোৎসব উৎসব পালন করা হয়।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
24:07:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

রেকর্ড পরিমাণ টাকা ছাপিয়ে সরকারকে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

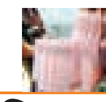

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে চলতি অর্থ বছরের শুরুতেই রেকর্ড পরিমাণ টাকা ছাপিয়ে সরকারকে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাজেট ঘাটতি মেটাতে চলতি বছরে টাকা ছাপিয়ে সরকারকে দেয়ার ক্ষেত্রে আরও বড় রেকর্ড করার শঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা প্রকারান্তরে মূল্যস্ফীতিকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে। এর আগে সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকেই সরকার বেশী টাকা ধার করতো। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে কিছু ধার করলেও তার পরিমাণ ছিলো তুলনামূলক কম। কিন্তু এখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সেই অর্থে সক্ষমতা না থাকার কারণে সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে সরকারকে ধার দেয়ার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের প্রথম আঠার দিনেই সরকারকে সহায়তা করতে ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ডের মাধ্যমে দশ হাজার আটশ কোটি টাকা সরকারকে দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

যে দেশটিতে এখনও পুতিনের একনিষ্ঠ সমর্থক রয়েছেন

বেলগ্রেড (এজেন্সী) ঃ রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই যুদ্ধে পক্ষ নিতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো এই যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার ওপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ব্যতিক্রম শুধু ইউরোপের একটি দেশ, যেখানে এ ধরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

ইউরোপে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ মিত্র দেশ হল বেলারুস। কিন্তু এর বাইরে ইউরোপের একমাত্র দেশ যে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে কোনরকম নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি, সেটি হচ্ছে সার্বিয়া।

সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকসান্ডার ভুচিচ দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব-পশ্চিমের বিবাদে পশ্চিমের পক্ষে খেলেছেন, কিন্তু এখন তাকে বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে যে তিনি তার দীর্ঘদিনের মিত্র রাশিয়ার পাশে থাকবেন, নাকি সার্বিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেবে বলে যে অভিপ্রায় তিনি দীর্ঘদিন ধরে লালন করে আসছেন সে লক্ষ্যে তিনি পশ্চিমের দিকেই ঝুঁকবেন।

সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদীরা, যারা রাশিয়ার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তাদের কণ্ঠ ক্রমশই আরও জোরালো হয়ে উঠেছে।

বিবিসি আই গত এক বছর ধরে সার্বিয়ার রুশ-পন্থী জাতীয়তাবাদীদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করেছে এবং মস্কোর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ কতটা ঘনিষ্ট তা বোঝার চেষ্টা করেছে।

প্রেসিডেন্ট পুতিনের বাহিনী ইউক্রেন আক্রমণ করার কয়েকদিন পর ওই যুদ্ধে রাশিয়ার প্রতি সমর্থন দেখাতে ড্যামিয়ান নেজেভিচ সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে হাজার হাজার মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজরে আসেন।

সেসময় ওটাই ছিল ইউরোপে রাশিয়ার সমর্থনে সবচেয়ে বড় সমাবেশগুলোর অন্যতম।

নেজেভিচের অনুগামীরা রাশিয়ার পতাকা উড়িয়ে তাদের সমর্থন প্রকাশ করেছে, যুদ্ধের সমর্থনে ইংরেজি বর্ণ 'Z' প্রতীকী চিহ্ন এবং রুশ প্রেসিডেন্টের ছবি দেখিয়ে রাশিয়ার প্রতি তাদের আনুগত্য দেখিয়েছে।

কেউ কেউ এমনকি স্লোগান দিয়েছে, ভ্লাদিমির পুতিন আমাদের প্রেসিডেন্ট।

ইউক্রেনে আমরা লড়াই করছি। আমরা দেশপ্রেমী। আমাদের উচিত আমাদের ভাইদের সমর্থন করা। সেটাই আমাদের রাজনীতি, সেটাই আমাদের ইতিহাস, বিবিসিকে বলেছেন মি. নেজেভিচ।

আমি প্রকৃত অর্থে একটা নতুন ইউরোপের স্বপ্ন দেখি, বস্তুত এই যুদ্ধের পর হয়ত একটা নতুন বিশ্ব গড়ে উঠবে।

ড্যামিয়ান নেজেভিচ এবং তার সংস্থা - পিপলস্ পেট্রল -এর বদনাম আছে উগ্র মুসলিম অভিবাসী বিদ্বেষী মতবাদ ছড়ানো এবং সহিংসতায় ইন্ধন জোগানোর জন্য।

ওয়াগনারের সাথে সংশ্লিষ্টতা

ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধ শুরুর আট মাস পর, ২০২২ এর নভেম্বরে ড্যামিয়ান নেজেভিচ রাশিয়ার কুখ্যাত আধাসামরিক দল ওয়াগনার গ্রুপের সাথে দেখা করার জন্য একটি আমন্ত্রণ পান, যা তিনি গ্রহণ করেন।

এই গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সিরিয়া, আফ্রিকা এবং ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের অভিযোগ রয়েছে।

রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে তাদের নতুন খোলা মিডিয়া সেন্টারটি দেখতে যান মি. নেজেভিচ। পরে তিনি বিবিসিকে বলেন যে ওয়াগনার যা করছে তার সব কিছুই তারা পুরোপুরি সমর্থন করেন।

রাশিয়া সফরের কয়েক সপ্তাহ পর, ড্যামিয়ান নেজেভিচকে দেখা যায় কসোভোর সীমান্ত এলাকায়। দেখা যায়, তিনি সেখানে ওয়াগনারের প্রতীক চিহ্ন পরে সীমান্ত পুলিশের সঙ্গে উত্তেজিত বিরোধে লিপ্ত।

তবে ওয়াগনারের কাছ থেকে কোনরকম অর্থ নেওয়ার কথা তিনি অস্বীকার করেন।

কিন্তু সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এমন অভিযোগ উঠতে পারে যে রাশিয়া ড্যামিয়ান নেজেভিচের মত জাতীয়তাবাদীদের ব্যবহার করে বলকান অঞ্চলে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে।

পিপলস পেট্রল সার্বিয়ায় সরকারিভাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত কোন সংস্থা নয়। ফলে তাদের কোন ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট নেই যা বিবিসি যাচাই করে দেখতে পারে।

তবে ড্যামিয়ান নেজেভিচের নাম বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত যেগুলো সার্বিয়ার কোম্পানি রেজিস্টারে নথিভুক্ত। কিন্তু এসব কোম্পানির বার্ষিক আর্থিক রিপোর্ট থেকে সেগুলোর সাথে রাশিয়ার কোন যোগাযোগ দেখা যায়নি।

তবে এধরনের সংগঠন বা সংস্থাকে রাশিয়া যদি কোনরকম সহায়তা দেয় সেগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত কোন সংস্থার মারফত দেওয়া হয় না সেটা সাধারণত যায় অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, বিবিসিকে বলেন লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের স্কুল অফ স্লাভোনিক অ্যান্ড ইউরোপীয়ান স্টাডিস-এর অধ্যাপক এরিক গর্ডি।

তারা এমন কিছু করার ক্ষমতা রাখে যা ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম, যা প্রচুর প্রচারণা পেতে পারে, এমনকি যার প্রভাব বিশ্ব ব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে, এবং সেটা তারা করতে পারে খুবই সামান্য অর্থব্যয়ে।

এছাড়াও তারা এসব কাজ করে নিজেদের দূরে রেখে। যদি কখনও কোনরকম গোলমাল দেখা যায়, বা যদি পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে ওঠে, তারা সবসময়ই বলতে পারে যে, তারা এসবের সাতেপাঁচে নেই, তিনি আরও বলেন।

সার্ব জাতীয়তাবাদীরা দেশটির প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে আরও ফুঁসে ওঠে যখন তাদের ধারণা জন্মায় যে প্রেসিডেন্ট ভুচিচ ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে একটা চুক্তি করার কথা বিবেচনা করছেন।

তাদের মনে আশঙ্কা তৈরি হয় যে এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে সার্বিয়া কসোভোর ওপর তাদের দাবি পরিত্যাগ করবে।

নেজেভিচ ১৫ই ফেব্রুয়ারি বেলগ্রেডে এক বিক্ষোভ আয়োজন করেন। ওই বিক্ষোভ থেকে তিনি প্রেসিডেন্টকে হুমকি দেন এই বলে, ভুচিচ তোমাকে দেখে নিতে আমি আসছি।

এরপর তিনি জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেন প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে চড়াও হতে। সেই রাতে প্রেসিডেন্ট ভুচিচ টিভিতে বলেন তিনি সার্বিয়ার রাজনীতিতে কোনরকম বিদেশি হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবেন না।

আমি চাই না ওয়াগনারের কেউ এসে আমার কাঁধে টোকা মেরে বলবে আমার কী করা উচিত, আর কী করা উচিত না।

প্রেসিডেন্ট ভুচিচের সরকারকে সহিংস পন্থায় উৎখাত করতে আহ্বান জানানোর জন্য পরে ড্যামিয়ান নেজেভিচকে অভিযুক্ত করা হয়।

দু'মাস জেল খাটার পর, তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে তার বিচার এখনও চলছে।

কসোভো সমস্যা

নেজেভিচের মত, বহু সার্ব মনে করে কসোভো সার্বিয়ান রাষ্ট্র এবং সনাতনী ধর্মের লালনভূমি। ১৯৯০এর দশক পর্যন্ত সার্বিয়া আর কসোভো ছিল ইয়ুগোশ্লাভিয়ার অংশ। কিন্তু যখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইয়ুগোশ্লাভ ফেডারেশন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তখনও সার্বিয়া কসোভোকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল।

সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগত আলবেনিয় জনগোষ্ঠি দাবি করছিল স্বাধীনতা, এবং সংখ্যালঘু সার্বরা লড়াই করছিল সার্বিয়ার সাথে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার জন্য।

জাতিগত সহিংসতা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে দুপক্ষই নৃশংসতা চালায়, কিন্তু সার্বরা যখন কসোভোর বিভিন্ন এলাকা থেকে আলবেনিয় জনগোষ্ঠিকে জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্ন করতে নিধনযজ্ঞ শুরু করে, তখন হস্তক্ষেপ করে নেটো।

কসোভো এবং সার্বিয়ায় সার্বিয়ান লক্ষ্যবস্তুর ওপর নেটোর ১১ সপ্তাহ ধরে চলা বোমাবর্ষণের পর সেই সহিংসতার অবসান ঘটে।

কসোভো যখন ২০০৮ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়, তাকে সমর্থন দেয় পশ্চিমা শক্তিগুলো যে পদক্ষেপ সার্বিয়া কখনই গ্রহণ করেনি।

রাশিয়া সার্বিয়ার অবস্থানকে সমর্থন করেছিল এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কসোভোকে স্বীকৃতিদান প্রক্রিয়ায় বাধা দিয়েছিল। নেজেভিচের মত জাতীয়তাবাদীদের রাশিয়াকে ঘনিষ্ঠ মিত্র মনে করার পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেটাই।

রাশিয়া যদি না থাকতো তাহলে অনেকদিন আগেই আমাদের রাষ্ট্রের পবিত্র একটা অংশ আমরা হারাতাম, বিবিসিকে বলেন ড্যামিয়ান নেজেভিচ।

রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদীদের উত্থান

নেজেভিচ সার্বিয়ায় যে জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন তা রাস্তার আন্দোলনের মধ্যে সীমিত হলেও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর একটা নতুন জোট গঠিত হয়েছে সম্প্রতি।

সংসদে সবচেয়ে বড় বিরোধী জোটগুলোর একটি, সংসদে যাদের আসন সংখ্যা প্রায় ১৫ শতাংশ, তারা কসোভোকে আবার সার্বিয়ার নিয়ন্ত্রণে ফেরত আনার জন্য রুশ সমর্থনের মুখাপেক্ষী।

দেভেরি পার্টির নেতা বস্কো ওব্রাদোভিচের রাশিয়ার সাথে যোগাযোগের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বহু সার্ব জাতীয়তাবাদীর মত তিনিও বিবিসির সাথে কথা বলতে প্রথমে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কয়েকমাস বারবার অনুরোধ জানানোর পর তিনি অবশেষে বিবিসিকে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হন।

রাশিয়া বন্ধু এবং মিত্র দেশ। রাশিয়া কোনদিন আমাদের ওপর বোমা ফেলেনি। রাশিয়া সার্বিয়ার কাছ থেকে কসোভোকে ছিনিয়ে নিতে চায় না। রাশিয়া কখনও কসোভোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়নি। এমনকি আন্তর্জাতিক বহু ফোরামে রাশিয়া সার্বিয়ারই পক্ষ নিয়েছে, বলেন মি. ওব্রাদোভিচ।

আমেরিকা এবং ইউরোপ কসোভোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেবার জন্য সার্বিয়ার ওপর যে চাপ সৃষ্টি করেছে তা এই জাতীয়তাবাদীরা প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। কিন্তু দেশের ভেতর সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে এখন তৈরি হয়েছে অন্য বিতর্ক।

মে মাসের গোড়ার দিকে, সার্বিয়ায় মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি গণহারে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে একটি ঘটে স্কুলে, যে ঘটনায় মারা যায় ১৯ জন।

ওই হত্যার ঘটনার পর সহিংসতার বিরুদ্ধে তৃণমূল স্তরে বিশাল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

রুশ সমর্থক জাতীয়তাবাদী যারা এতদিন তাদের আদর্শ প্রচারে ছিল সোচ্চার এবং আন্দোলনমুখী, তারা এখন কিছুটা স্তিমিত।

তবে ড্যামিয়েন নেজেভিচ চুপ করে থাকার পাত্র নন। তার মাথার ওপর কারাবাসের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, তিনি তার মতপ্রকাশে এখনও সোচ্চার। তিনি বলছেন, তিনি এবং তার দল এখনও রাশিয়া আর ওয়াগনার গ্রুপকে সমর্থন করে। রাশিয়ার দেশপ্রেমী সামরিক গোষ্ঠি হিসাবে ওয়াগনারকে আমরা সমর্থন দিয়েছি, যুদ্ধক্ষেত্রে তারা সাফল্য দখিয়েছে, বিবিসিকে তিনি বলেন।

ইউক্রেনে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন শহরকে মুক্ত করেছে রাশিয়ার বীর নায়করা এই বীরেরা হল ওয়াগনারের যোদ্ধারা।

দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে, গ্রীসে বাড়ি ও হোটেল ছেড়ে পালাচ্ছে মানুষ

গ্রীস (এজেন্সী) ঃ গ্রীসের পর্যটন এলাকা রোডস দ্বীপের বিস্তৃত এলাকায় দাবানল ছড়িয়ে পড়ায় হাজার হাজার মানুষকে ঘরবাড়ি ও হোটেল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

দেশটির ফায়ার সার্ভিস বলছে তারা এখন সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে। এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

ইউরোপজুড়ে তীব্র দাবদাহের মধ্যে এখন প্রচণ্ড বাতাসসহ দাবানলের সাথে লড়াই করছে দ্বীপটি। তবে দেশটির জলবায়ু সংকট ও নাগরিক সুরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে এখন পর্যন্ত কারও আহত হবার ঘটনা ঘটেনি।

তারা বলছে দ্বীপটির যেসব এলাকা বেশি আক্রান্ত সেখান থেকে পর্যটকদের নিরাপদে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পাঁচটি হেলিকপ্টার এবং ১৭৩ জন দমকল কর্মী ওই এলাকায় কাজ করছে। আগুনে তিনটি হোটেল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। যেসব এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি বেশি তার মধ্যে আছে লায়েরমা, লারডোস ও আস্কলিপিও।

দ্বীপের পূর্বাঞ্চলের সৈকত এলাকা থেকে লোকজনকে তুলে নিরাপদ জায়গায় নিতে কোস্টগার্ডকে সহায়তা করেছে ব্যক্তি মালিকানাধীন নৌকাগুলোও।

গ্রিক নৌবাহিনীর জাহাজ ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দিয়েছে। এলাকাটি পর্যটকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়।

দমকল বাহিনীর ডেপুটি প্রধান লোয়ানিস আরতোফিওস বলেছেন লোকজনের ব্যবহারের জন্য ফেরি রাখা হয়েছে। অন্যদিকে ডেপুটি মেয়র বলেছেন বাকী লোকজনকে একটি ইনডোর স্টেডিয়ামে রাখা হয়েছে।

গ্রিক টেলিভিশনে পর্যটকদের লম্বা লাইন করে নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ দেখা গেছে, যেখানে পেছন দিকে দেখা যাচ্ছিলো দাবানল।

একজন ব্রিটিশ পর্যটক বলেছেন তাকে তার বোন ও কন্যাসহ হোটেল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এরপর থেকে আরও শতশত লোকের সাথে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সৈকতে আটকা আছেন তারা। সেখানে একটা খুপরি ঘরের মতো জায়গা, কিন্তু আমরা অনেক মানুষ, বেকি মুলিগান বলছিলেন বিবিসিকে। সেখানে শিশুরা আছে। এখন দিনের মাঝামাঝি। আমরা জাস্ট আটকে আছি এবং সাহায্য করার কেউ নেই। খুবই বিরক্তিকর এটা।

তার বর্ণনায় দিনের মধ্যভাগেই সেখানকার আকাশ সূর্যাস্তের সময়ের মতো। অনেকে পানি ও ভেজা তোয়ালে খুঁজছেন। অথচ হাজারো মানুষকে সেখানেই থাকতে বলা হয়েছে।

সাইমন হুইটলি নামে আরেকজন বলছিলেন তিনি পিৎজা খাচ্ছিলেন এবং তাতে এসে ছাই পড়তে শুরু করেছিলো।

হোটেল থেকে বলা হচ্ছিলো যে এটা স্বাভাবিক এবং তাদের উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই, বিবিসিকে বলছিলেন তিনি।

যদিও পরে সেই হোটেল থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

বাতাসে ধোঁয়ার অবস্থা ছিলো খুবই খারাপ। আমাদের দুটি লাগেজ রেখেই চলে আসতে হয়েছে।

ট্রাভেল কোম্পানি টিইউআই বলেছে, অল্প সংখ্যক হোটেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের গ্রাহকদের সতর্কতার সঙ্গে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

রোডসের ডেপুটি মেয়র বলছেন শনিবার সকালে বাতাসের কারণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং পর্যটন এলাকার দিকে চলে আসে।

মঙ্গলবার আগুন ছড়িয়ে পড়ার পর মূলত এটি বনাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিলো। শনিবার স্লোভাকিয়া থেকে দমকল কর্মীরা এসে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেন।

রোডসের অবস্থা মারাত্মক ও খুবই কঠিন। প্রচণ্ড বাতাসে প্রায়শই আগুনের গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে। দমকল কর্মীদেরও আবার সরে গিয়ে অন্যত্র কাজ করতে হচ্ছে, স্লোভাক ফায়ার এন্ড রেসকিউ সার্ভিস ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছে।

গ্রীস সাপ্তাহিক ছুটির দিন থেকেই মারাত্মক দাবদাহের মধ্যে ছিলো। আবহাওয়াবিদরা সতর্ক করে বলেছেন তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি ছাড়াতে পারে, যাতে দেশটির ৫০ বছরের গরমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড হতে পারে।

কর্মকর্তারা বলছেন, দেশজুড়ে দাবানল নিয়ন্ত্রণে দমকল কর্মীরা তাদের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন এলাকার মধ্যে এথেন্সের পশ্চিমাঞ্চলও আছে।

দাবদাহ বাড়তে থাকায় কর্তৃপক্ষ নতুন করে দাবানলের সতর্কবার্তা জারি করেছে।

লোকজনকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এথেন্সের প্রাচীন অ্যাক্রপলিসসহ পর্যটন এলাকাগুলো আগামী দুই দিন বন্ধ থাকবে।

দেশটির সর্বশেষ দাবদাহ এমন সময় এলো যখন আসলে দেশটির পর্যটনের জন্য খুবই ব্যস্ততম সময়।